



কোনো অপরাধীকে রাজনৈতিক পরিচয়ে
ছাড় দেওয়া হবে না : চিফ হুইপ

স্টাফ রিপোর্টার

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ ও বরগুনা-২
আসনের সংসদ সদস্য

২ এর পাতায় দেখুন



সাংবাদিক তারিকুল ইসলামের মায়ের
মৃত্যুতে মাহদী আমিনের শোক

স্টাফ রিপোর্টার

প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ও তার কার্যালয়ের মুখপাত্র মাহদী আমিন।
ইনসেটে-মায়ের সঙ্গে সাংবাদিক

২ এর পাতায় দেখুন



বিমানের সাবেক এমডিসহ চারজনের
বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল

স্টাফ রিপোর্টার

শিশু গৃহকর্মী নির্যাতন মামলায় আদালতে বিমান বাংলাদেশ
এয়ারলাইনসের সাবেক এমডি সাফিকুর রহমান ও তার স্ত্রী বীথি
আজরাসহ ৪ জনের বিরুদ্ধে

২ এর পাতায় দেখুন

বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য হোক
কর্মসংস্থান উপযোগী
জনশক্তি তৈরি: রাষ্ট্রপতি

নিজস্ব প্রতিবেদক

সরকারি ও বেসরকারি
বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রধান লক্ষ্য
হওয়া উচিত দেশের কর্মসংস্থান
উপযোগী দক্ষ জনশক্তি গড়ে
তোলা। উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাকে
এমনভাবে সাজাতে হবে, যাতে
দেশি-বিদেশি শ্রমবাজারের
চাহিদা পূরণ করা যায় এবং
শিক্ষিত তরুণদের বেকারত্ব দূর
হয়। শনিবার (১৭ অক্টোবর)
সাঁউখাইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড
অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান
রেজাউল করিমের নেতৃত্বে
একটি প্রতিনিধি দল রাষ্ট্রপতির
সঙ্গে বঙ্গবন্ধু সৌজন্য সাক্ষাৎ
করতে গেলে তিনি এ আশ্বাস
জানান। এ সময় সাঁউখাইস্ট
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য
অধ্যাপক ড. ইউসুফ মাহবুবুল
ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।
এ পরিস্থিতি মোকাবেলায়
উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় সমন্বিত ও
সামগ্রিক ২ এর পাতায় দেখুন

ডেঙ্গু পরিস্থিতি দেখতে হাসপাতাল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে প্রধানমন্ত্রী

◆ স্টাফ রিপোর্টার

ডেঙ্গু ও পরিকা-পরিচ্ছন্নতা
পরিস্থিতি দেখতে হাসপাতাল ও
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আকস্মিক
পরিদর্শনে বের হয়েছেন
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।
আজ সকাল ৯টা ২০ মিনিটে
গুলশানের বাসা থেকে রাজধানীর
বিভিন্ন হাসপাতাল,
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সরকারি ভবন
আকস্মিক পরিদর্শনে বের হন

প্রধানমন্ত্রী।প্রধানমন্ত্রীর উপ প্রেস
সচিব হাসান শিপলু জানান,
দিনের শুরুতে তিনি রাজধানীর
কুয়েত-বাংলাদেশ মৈত্রী সরকারি
হাসপাতাল পরিদর্শন করেন।
সেখানে চিকিৎসাধীন রোগীদের
সঙ্গে কথা বলে তাদের
চিকিৎসাসেবার খোঁজখবর নেন।
হাসপাতালের নিবিড়
পরিচর্যাকেন্দ্র (আইসিইউ),
অস্ত্রোপচারকক্ষসহ (অপারেশন
থিয়েটার) বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে

দেখেন তিনি।
পরিদর্শনকালে হাসপাতালের
সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও
পরিচ্ছন্নতার পরিস্থিতি দেখে
অসন্তোষ প্রকাশ করেন
প্রধানমন্ত্রী। হাসপাতালের
পরিবেশ ও পরিচ্ছন্নতা ব্যবস্থার
উন্নয়নে কর্তৃপক্ষকে সাত দিনের
সময় দেন তিনি।
উপ প্রেস সচিব জানান, এরপর
প্রধানমন্ত্রী রাজউক উত্তরা মডেল
কলেজে যান। সেখানে তিনি

শিক্ষক, শিক্ষার্থী, বিএনসিসি ও
স্কাউট সদস্যদের সঙ্গে কথা
বলেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের
পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম সম্পর্কে
খোঁজখবর নেওয়ার পাশাপাশি
ডেঙ্গু প্রতিরোধে শিক্ষার্থীদের
ভূমিকা নিয়ে কথা বলেন তিনি।এ
সময় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান
বলেন, বছরের এ সময়ে, বিশেষ
করে নভেম্বর পর্যন্ত ডেঙ্গুর
প্রকোপ বেড়ে যায়। প্রতিবছর
ডেঙ্গুতে বহু মানুষ আক্রান্ত হন,
অনেকের মৃত্যুও হয়। ডেঙ্গু
মোকাবেলায় সবচেয়ে কার্যকর
উপায় হচ্ছে প্রতিরোধ। আর
এজন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন
পরিবেশ নিশ্চিত করতে
হবে।শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে
প্রধানমন্ত্রী বলেন, “ডেঙ্গুর সঙ্গে
লড়াই করতে হলে সবচেয়ে
ভালো উপায় হচ্ছে প্রতিরোধ।
আর এজন্য আমাদের চারপাশ
পরিষ্কার রাখতে হবে। এই কাজে
আমি তোমাদের সাহায্য চাই।”
তিনি বলেন, দেশের
বিপুলসংখ্যক তরুণ যদি
নিজেদের আশপাশ পরিচ্ছন্ন
রাখার দায়িত্ব নেয়, তাহলে ডেঙ্গু
প্রতিরোধসহ পরিবেশ রক্ষায় বড়
পরিবর্তন আনা সম্ভব।রাজধানীর
পরিচ্ছন্নতা পরিস্থিতি নিয়ে
প্রধানমন্ত্রী ২ এর পাতায় দেখুন

সর্বোচ্চ নিরাপত্তায় উদযাপিত হচ্ছে শারদীয় দুর্গোৎসব: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক

এবারের শারদীয় দুর্গাপূজা সর্বোচ্চ সংখ্যক
পূজামণ্ডপ, সর্বোচ্চ অর্থ বরাদ্দ, সর্বোচ্চ ছুটি, সর্বোচ্চ
নিরাপত্তা ও সর্বোচ্চ আনন্দ-উৎসবের মধ্য দিয়ে
সারাদেশে উদযাপিত হচ্ছে বলে জানিয়েছেন
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাউদ্দিন আহমদ।
মন্ত্রী গকতাল (শনিবার) রাজধানীর বনানীতে
কামাল আতাতুর্কি এভিনিউ সংলগ্ন বনানী পুজার
মাঠে ‘গুলশান-বনানী সার্বজনীন পূজা ফাউন্ডেশন’
আয়োজিত শারদীয় দুর্গাপূজার ‘মহাষষ্ঠী’র অনুষ্ঠানে
প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।
মন্ত্রী বলেন, “বাংলাদেশের সংবিধানে প্রতিটি
নাগরিকের স্বাধীনভাবে ধর্মচর্চা, উপাসনালয় নির্মাণ
এবং কোনো ধরনের বৈষম্য ছাড়া সকল আচার-
অনুষ্ঠান পালনের অধিকার সুনিশ্চিত করা হয়েছে।
মন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে ‘সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি’ শব্দটির

পরিবর্তে ‘ধর্মীয় সম্প্রীতি’ ব্যবহারের ওপর জোর
দিয়ে বলেন, “আমরা কেউ এখানে সম্প্রদায় হয়ে
আসি নাই। দেশের আইন-কানুন বা সংবিধান
কাউকে সম্প্রদায় হিসেবে চিহ্নিত করে না। আমরা
সবাই বাংলাদেশের সমান অধিকারপ্রাপ্ত স্বাধীন
নাগরিক।” তিনি বলেন, অতীতে সনাতন
ধর্মাবলম্বীদের রাজনৈতিক ফায়দা ও ‘ভেটব্যাক’
হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করা হলেও বর্তমান
সরকার নাগরিক হিসেবে সবার অধিকারকে প্রাধান্য
দেয়। এবারের বনানী পুজামণ্ডপের মূল
থিম-‘জলজ’-এর আওতায় দেশীয় কালচার,
উপাদান ও আমেজে নির্মিত নান্দনিক সাজসজ্জার
ভূয়সী প্রশংসা করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, দেশীয়
ঐতিহ্যে রূপায়িত এই আয়োজন সত্যিই অসাধারণ
ও প্রশংসনীয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য
রাখেন ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (আইজিপি)
মো. আলী ২ এর পাতায় দেখুন

শিশু হাসপাতালে চিকিৎসকের ধূমপান
বরখাস্তের নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট
আকস্মিক পরিদর্শনে গিয়ে এক চিকিৎসককে নিজ কক্ষে ধূমপান
করতে দেখে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। সেই কক্ষও ছিল
অপরিচ্ছন্ন। পরে সংশ্লিষ্ট ২ এর পাতায় দেখুন

উৎসব মানুষের মধ্যে
ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করে:
রুহুল কবির রিজভী

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের
(বিএনপি) ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব ও
প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা
অ্যাডভোকেট রুহুল কবির
রিজভী বলেছেন, উৎসব মানুষের
মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করে
এবং সব ধরনের ভেদবৈখ্য
অতিক্রম করে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ
করে।
তিনি বলেন, ধর্মীয় পরিচয় ভিন্ন
হতে পারে, কিন্তু উৎসব সবার।
দুর্গাপূজা শুধু হিন্দু সম্প্রদায়ের
প্রধান ধর্মীয় উৎসব হলেও এর
আনন্দ ২ এর পাতায় দেখুন

ব্যাংকবহির্ভূত লেনদেন বেড়েছে, এআই সাইবার থ্রেট নিয়ে আইএমএফের সতর্কতা

নিজস্ব প্রতিবেদক

ব্যাংকবহির্ভূত আর্থিক
প্রতিষ্ঠানগুলোর ঋণসৃষ্টি
উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।
তবে, লেনদেনের বিষয়ে বিশেষ
সতর্কতা দিয়েছে আন্তর্জাতিক
মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)।
বিশেষ করে এআই সাইবার থ্রেট
নিয়ে সতর্ক করেছে সংস্থাটি।
শনিবার (১৭ অক্টোবর)
থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে
কুইন সিরিকিত ন্যাশনাল
কন্সভেনশন সেন্টারের
(কিউএসএনসিসি) ডিজিটাল

আর্থিক লেনদেনের নানা বিষয়
ভুলে ধরা হয়। এআই ব্যবহার
করে গ্রাহকের পাসওয়ার্ড বেহাত
হওয়ার আশঙ্কা করা
হয়ছে।ডিজিটালআইজেশনের
ফলে আর্থিক সেবা দেওয়ার
পদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন
আসছে। আর্থিক লেনদেনের
বিষয়টি এখন অনেক বেশি
পরস্পর সংযুক্ত হওয়ার নিরাপত্তা
নিয়ে শঙ্কা আছে।
আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের
(আইএমএফ) ‘ফিউচার অব
ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি
অ্যাসেসমেন্ট’ নীর্থক এক

সেমিনারে এই তথ্য জানানো
হয়। সেমিনারে অংশ নিয়ে
গ্রীসের সেন্ট্রাল ব্যাংকের ডেপুটি
গভর্নর ক্রিস্টিনা পাপাকনস্টান্টিনু
বলেন, এআই রিলেটেড সাইবার
থ্রেট আছে; এই জন্য বিষয়ে
সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।
নাগরিকদের চাহিদা বুঝে এটা
করতে হবে। নি আরও বলেন,
এআই প্রযুক্তির অপব্যবহার করে
কোন গ্রাহকের পাসওয়ার্ড বেহাত
হতে পারে। ফলে সবাইকে
সতর্ক থাকতে হবে। ব্যাংক
বহির্ভূত লেনদেনের নিরাপত্তায়
২ এর পাতায় দেখুন

দেশের প্রতিটি জায়গায় পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালাবে সরকার: কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক

দেশের প্রতিটি জায়গায় পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানো হবে বলে
জানিয়েছেন কৃষি এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর
রশিদ ইয়াছিন। তিনি বলেছেন, পরিচ্ছন্নতা বলতে শুধু রাস্তাঘাটের
ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করাকে বোঝায় না। যেখানে যা নিয়মবহির্ভূত
রয়েছে, সেগুলোও পরিচ্ছন্নতার আওতায় আনা হবে।গতকাল কুমিল্লা
মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কুমিল্লা সিটি করপোরেশনের উদ্যোগে
মাসব্যাপী ‘ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি ২০২৬’-এর উদ্বোধন
শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি।মন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন
উর রশিদ বলেন, এক দিনে সবকিছু পরিচ্ছন্ন করা সম্ভব নয়। সরকার
সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যেখানে অনিয়ম ও অপরিচ্ছন্নতা রয়েছে, সেগুলো
পর্যায়ক্রমে দূর করা হবে। এ কার্যক্রম শুধু ড্রেন পরিষ্কারের মধ্যে
সীমাবদ্ধ থাকবে না; পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজন রয়েছে এমন সব জায়গায়
কাজ করা হবে।কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল প্রসঙ্গে মন্ত্রী
বলেন, নিয়ম অনুযায়ী তার এই হাসপাতালে আসার কথা নয়, কারণ
তিনি কৃষি খাতের দায়িত্বে রয়েছেন। তবে তার বাড়ি কুমিল্লায়। এ
ছাড়া স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তে দেশের প্রতিটি বড় হাসপাতালে
কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রটোকল অনুযায়ী কুমিল্লা মেডিক্যাল কলেজ
হাসপাতালের কমিটিতে তাকে ২ এর পাতায় দেখুন

হত্যা নির্যাতন দখলে মব সন্ত্রাসের ফাঁদ

◆ স্টাফ রিপোর্টার

আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে
কাউকে পিটিয়ে হত্যা, নির্যাতন
কিংবা কোনো প্রতিষ্ঠান দখলে
নিতে সংঘবদ্ধ হামলা- দেশে
ক্রমেই বিস্তৃত হচ্ছে মব সন্ত্রাসের
এমন ভয়ংকর রূপ। কখনও ধর্ম
অবমাননার অভিযোগ, কখনও
চুরি কিংবা নানা গুজবকে কেন্দ্র
করে উত্তেজিত জনতার হাতে
প্রাণ হারাচ্ছেন মানুষ। আবার
ব্যক্তিগত বিরোধ, রাজনৈতিক
প্রতিহিংসা ও স্বার্থসিদ্ধির

হাতিয়ার হিসেবেও ব্যবহৃত হচ্ছে
মব। উদ্বেগজনক হলো, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর
উপস্থিতিতেও কোথাও কোথাও

হামলা ও হত্যাকাণ্ড ঘটছে।
আক্রান্ত ব্যক্তিকে সুরক্ষা দিতে
ব্যর্থতা এবং হামলাকারীদের
বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা না
নেওয়ার অভিযোগও উঠছে
পুলিশের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে
এসব ঘটনায় মামলা হলেও
বিচার সম্পন্ন ও অপরাধীদের
শাস্তি নিশ্চিত হওয়ার নজির খুবই
কম। ফলে মব সন্ত্রাসের বিস্তার
ঠেকানোর পাশাপাশি আইনের
শাসন ও জননিরাপত্তা নিশ্চিত
করা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।২০২৫
সালের ২ এর পাতায় দেখুন

সক্ষমতা না বাড়িয়ে সেবা সম্প্রসারণ

নিজস্ব প্রতিবেদক

গ্রাহকসেবা মানুষের দোরগোড়ায়
পৌঁছে দিতে ঢাকার বাইরের
পাঁচটি তরঙ্গ পর্যবেক্ষণকেন্দ্রকে
বহুমুখী সেবাকেন্দ্রে রূপান্তরের
উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ
টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন
(বিটিআরসি)। এসব কেন্দ্র থেকে
আবেদন ও নথি গ্রহণ,
টেলিযোগাযোগ সেবার
মানসংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ এবং ক্ষুদ্র
ও নতুন উদ্যোক্তাদের সহায়তা
দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। তবে
সেবা সম্প্রসারণের এ উদ্যোগ
বাস্তবায়নের প্রস্তুতি নিয়ে প্রশ্ন
উঠেছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রের দাবি,
কেন্দ্রগুলোর অধিকাংশ তরঙ্গ
পর্যবেক্ষণ যন্ত্রপাতি প্রায় তিন

বছর ধরে কার্যত অকার্যকর।
কয়েকটি কেন্দ্র চলছে পুরনো
ভবনে, আর জনবলও সীমিত।
নতুন করে কর্মী নিয়োগ ও
অতিরিক্ত ব্যয় ছাড়াই বিদ্যমান
দুই-তিনজন কর্মী দিয়ে বাড়তি
দায়িত্ব পালনের পরিকল্পনা
কার্যকর হবে কি না, তা নিয়ে
সংশয় রয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত
হয়ছে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক
অনুমোদন এবং কর্মকর্তাদের
পদািন নিয়ে অসন্তোষ।
২ এর পাতায় দেখুন

ইনানীতে রিসোর্টে আগুনে নিহত বেড়ে ১০, একই পরিবারের ৬ জন

কক্সবাজার প্রতিনিধি

কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলার ইনানীতে রিসোর্টে আগুনের ঘটনায়
নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০ জনে। এর মধ্যে এখন পর্যন্ত
ছয়জনের পরিচয় মিলেছে। তারা সবাই একই পরিবারের বলে জানা
গেছে। নিহতদের মধ্যে পাঁচ নারী ও পাঁচ বছর বয়সী এক শিশু
রয়েছে।শনিবার (১৭ অক্টোবর) সকাল সাড়ে সাতটার দিকে মেরিন
ড্রাইভ সড়কসংলগ্ন পাটোয়ারটেক সৈকতের টুপটুপ রিসোর্টে আগুন
লাগে। এ ঘটনায় দম্ভ আরও ছয়জন ২ এর পাতায় দেখুন

হাইকোর্টের আদেশ
স্থগিত, ফ্রি স্টাইলে
সাগরে ধরা যাবে না মাছ

নিজস্ব প্রতিবেদক

সাগরে মাছ ধরার জন্য ১৫
জনকে হাইকোর্টের দেওয়া
অনুমতির আদেশ স্থগিত
করেছেন আপিল বিভাগের চেম্বার
আদালত। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ
মন্ত্রণালয়ের সচিবের করা
আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শনিবার
আপিল বিভাগের চেম্বার
বিচারপতি মো. রেজাউল হক এ
আদেশ দেন। এতে সমুদ্রে ফ্রি
স্টাইলে মাছ ধরার সুবিধা থাকল
না বলে জানিয়েছেন অ্যাটর্নি
জেনারেল মো. রুহুল কুদ্দুস
কাজল। আদালতে আবেদনের
পক্ষে ছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল
মো. রুহুল কুদ্দুস কাজল,
অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল
২ এর পাতায় দেখুন

কুড়িগ্রামে ট্রাকচাপায়
ইজিবাইকের ৫ যাত্রী নিহত

কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি

কুড়িগ্রামের রৌমারীতে মালবাহী
ট্রাক ও সিএনজিচালিত
অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে
নিহত হয়েছেন পাঁচজন।
নিহতদের মধ্যে রয়েছেন দুই
নারী, দুই শিশু এবং এক পুরুষ।
এসময় আহত হয়েছেন আরও
কয়েকজন। হতাহতের সংখ্যা
আরও বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে।
শনিবার (১৭ অক্টোবর) দুপুরে
রৌমারী-ঢাকা মহাসড়কের
রৌমারী উপজেলার শিবেরডাঙ্গি
ও সাইদাবাজারের মাঝামাঝি
দারুল আরকাম মাদ্রাসার সামনে
এ দুর্ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত
রৌমারী থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত
কর্মকর্তা (ওসি) কাওসার আলী।

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জরুরি প্রস্তুতি ও সাড়াদান ব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার আহ্বান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সচিবের

নিজস্ব প্রতিবেদক

রূপপুর পারমাণবিক
বিদ্যুৎকেন্দ্রের নিরাপদ পরিচালনা
নিশ্চিত করতে জরুরি পরিস্থিতি

গুরুত্বারোপ করেছেন বিজ্ঞান ও
প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ
আনোয়ার হোসেন।
গতকাল (শনিবার) ঢাকায়
আগারগাঁও-এ বাংলাদেশ পরমাণু
শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের
(বায়েরা) অডিটোরিয়ামে
O Stakeholders O
Preparatory Workshop
for the IAEA
E m e r g e n c y
Preparedness and
Bangladesh O নীর্থক
কর্মশালায় প্রধান অতিথির
বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
২ এর পাতায় দেখুন

মিষ্টির আসনে ভোট: আয়কর
রিটার্ন দিলে হলফনামায়
সম্পদের বিস্তারিত দিতে হবে না

নিজস্ব প্রতিবেদক

বিএনপি নেত্রী ফেরদৌসী
আহমেদ মিষ্টির ছেড়ে দেওয়া
সংরক্ষিত নারী আসনের
উপনির্বাচনে কোনো প্রার্থী
আয়কর রিটার্ন দাখিল করে
থাকলে হলফনামায় দেশে-
বিদেশে থাকা সম্পদের বিস্তারিত
বিবরণ দিতে হবে না। তবে
আয়কর রিটার্নের সত্যায়িত
অনুলিপি জমা দিতে হবে।
গতকাল নির্বাচন কমিশনের
(হিসি) ২ এর পাতায় দেখুন

স্বাধীনতার পর দুর্গাপূজায় এবার সর্বোচ্চ অনুদান দেয়া হয়েছে : স্বাস্থ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক

স্বাধীনতার পর এবার দুর্গাপূজা উদযাপনে সর্বোচ্চ আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন বকুল। তিনি বলেন, পূজা উপলক্ষে অসহায় মানুষের মধ্যে শাড়ি বিতরণ করা হয়েছে। পূজা নির্বাহী ও আনন্দমুখর করতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। পাশাপাশি বিএনপির নেতাকর্মীরাও সনাতন

রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো পরিষ্কার রাখতে হবে : খোকন তালুকদার এমপি

নিজস্ব প্রতিবেদক

মাদারীপুর-৩ আসনের সংসদ সদস্য আনিসুর রহমান খোকন তালুকদার বলেছেন, আমাদের নিজ পরিবারের পাশাপাশি সমাজ ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিজেদের প্রতিষ্ঠান মনে করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। এগুলোকে যেন আমরা সবসময় বাসযোগ্য ও ব্যবহারোপযোগী করে গড়ে তুলতে পারি, সে বিষয়ে সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল। শনিবার সকালে কালিকিনি পৌরসভা আয়োজিত ডেবুসহ অন্যান্য মশাবাহিত রোগের বিস্তার রোধকল্পে দেশব্যাপী পরিচ্ছন্নতা ও সতেজতা অভিযানে প্রধান অতিথি'র ৭ এর পাঠ্য দেখুন

রায়পুরা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাসেবার মানোন্নয়নের উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক

নানা সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাসেবার মানোন্নয়ন, দ্রুত সেবা প্রদান, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ নিশ্চিতকরণ এবং মাঠপর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা জোরদারের বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রায়পুরা উপজেলার সাধারণ মানুষের সরকারি চিকিৎসাসেবার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র এ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বর্তমানে বহির্বিভাগে নিয়মিত এবং জরুরি বিভাগে ২৪ ঘণ্টা চিকিৎসাসেবা দেওয়ার ব্যবস্থা করা রয়েছে। ফলে প্রাথমিক ও সাধারণ চিকিৎসার জন্য রোগীদের জেলা সদর কিংবা রাজধানী ঢাকায় যাওয়ার প্রয়োজন আগের তুলনায় কমেছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। হাসপাতাল সূত্র জানায়, রোগ নির্ণয় ব্যবস্থা আওতায় সহজ ও দ্রুত করার লক্ষ্যে সম্প্রতি জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সির (জাইকা) অর্থায়নে আধুনিক সেল কাউন্টার মেশিন সংযোজন ৭ এর পাঠ্য দেখুন

নব পত্রিকা স্থাপনের মধ্য দিয়ে মহাসপ্তমী উদযাপন

নিজস্ব প্রতিবেদক

নবপত্রিকা স্থাপনের মধ্য দিয়ে গতকাল পালিত হচ্ছে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজার মহাসপ্তমী। সকালে পূজামণ্ডপগুলোতে নবপত্রিকা প্রবেশ ও স্থাপন, দেবী দুর্গার পূজা-অর্চনা এবং বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিনটি উদযাপন করছেন ভক্তরা। শারদীয় দুর্গোৎসবের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিন মহাসপ্তমী। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী, এদিন সকালে নবপত্রিকা স্থান করিয়ে পূজামণ্ডপে স্থাপন করে দেবী দুর্গার প্রতীক হিসেবে পূজা করা হয়। শাস্ত্রীয় বিধান অনুযায়ী নবপত্রিকায় থাকা নয়টি উদ্ভিদ মূলত দেবী দুর্গার নয়টি বিশেষ রূপ বা শক্তির প্রতীক। অনেক

রাষ্ট্রনৈতিক দল। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানও অসাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনায় বিশ্বাসী। তাঁর নেতৃত্বে সব ধর্মের মানুষের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করে বাংলাদেশকে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার। তিনি বলেন, সরকার সব সময় সনাতন ধর্মাবলম্বীদের পাশে ছিল, আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সম্প্রীতি বজায় রেখে ৭ এর পাঠ্য দেখুন

কর্ণফুলী টানেলের লোকসান তদন্তে সংসদীয় কমিটি, শূন্য পদে নিয়োগের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক

দেশের অন্যতম আলোচিত মেগা প্রকল্প কর্ণফুলী টানেলের বিপুল আর্থিক লোকসান ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া তদন্তের সিদ্ধান্ত নিয়েছে

জাতীয় সংসদের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি। একই সঙ্গে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের শূন্য পদগুলোতে শুধু পদ পূরণ নয়, সুপরিকল্পিত



উত্তরা রণক্ষেত্র, শ্রমিক-পুলিশ সংঘর্ষে আহত অর্ধশতাধিক

গাজীপুর প্রতিনিধি

বকেয়া বেতন পরিশোধ ও সর্বনিম্ন ৩০ হাজার টাকা মজুরির দাবিতে টানা পঞ্চম দিনের আন্দোলনে উত্তম রাজধানীর উত্তরা। শনিবার সকালে মহাসড়ক অবরোধের চেষ্টাকে কেন্দ্র করে শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যসহ অর্ধশতাধিক ব্যক্তি আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে লাঠিচার্জ, সাউন্ড শ্রেড ও জলকামান ব্যবহার করে পুলিশ। শনিবার (১৭

অক্টোবর) সকাল ১০টার দিকে উত্তরখান ও দক্ষিণখান এলাকার বিভিন্ন পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা কসাইবাড়ি রেলস্টেট, জামতলা রেলগেট, আজমপুর রেলস্টেট ও জসিমউদ্দিন এলাকার হলি ল্যাব মোড়ে জড়ো হতে থাকেন। পরে বেলা ১১টার দিকে তারা উত্তরা ৪ নম্বর সেক্টরের ১৩ নম্বর সড়ক ও রাজলক্ষী এলাকার আশপাশে সমবেত হয়ে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের পূর্ব পাশ অবরোধের চেষ্টা করেন। এ সময় পুলিশ বাধা দিলে পরিস্থিতি সংঘর্ষে রূপ ৭ এর পাঠ্য দেখুন

নিজস্ব প্রতিবেদক

তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করার ১১ দিনের মাথায় যুদ্ধ শুরু হয় মধ্যপ্রাচ্যে। তিনি দায়িত্ব নেন ১৭ ফেব্রুয়ারি আর ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল ইরানে হামলা চালায়। মার্চের মধ্যে জালালি সরবরাহ ব্যাহত হওয়ায় রেশনিং ব্যবস্থা চালু করতে হয়, যা দেশের অর্থনীতিকে আরও চাপের মুখে ফেলে দেয়। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) শাসনের আট মাস পর সরকারের অর্জিত সাফল্যের চিত্রটি মিশ্র। একদিকে রেমিট্যান্স বেড়েছে অন্যদিকে মূল্যস্ফীতি কমেছে।

সম্পাদক কর্তৃক রশিদ প্রিন্টিং প্রেস, ২৮/বি, টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল বাণিজ্য এলাকা থেকে মুদ্রিত এবং বায়তুল হক ভবন (৬ষ্ঠ তলা) ৭৮, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা থেকে প্রকাশিত। বার্তা বিভাগ ও বাণিজ্যিক যোগাযোগ : ২১, পুরানা পল্টন লেন, ঢাকা-১০০০। যোগাযোগ:-০১৮৩৭৬৬৯৫৫। ই-মেইল : newsdesharadin@gmail.com, adsaradin@gmail.com

ভারত থেকে এল ১৮টি রেলকোচের প্রথম চালান

♦ স্টাফ রিপোর্টার

ভারত থেকে আমদানি করা ১৮টি রেলকোচ আজ শনিবার ভোর ৫টার দিকে দেশের বৃহত্তম রেলওয়ে কারখানা সৈয়দপুরে পৌঁছেছে। কোচগুলো খোলার পর প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা, কমিশনিং ও ট্রায়াল রান সম্পন্ন করা হবে। এ জন্য লোকোমোটিভ, প্রয়োজনীয় জু, টুলভ্যান ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানিয়েছে রেলওয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষ। এর মধ্যে দিয়ে উত্তরের ১৬ জেলায় ট্রেনের যে সমস্যা ও সংকট ছিল তা দূর হবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। রেলওয়ে সূত্রে জানা যায়, বাংলাদেশ রেলওয়ের বহুরে নতুন কোচ যুক্ত করার অংশ হিসেবে ভারতের রাইটস লিমিটেডের মাধ্যমে এসব কোচ সংগ্রহ করা হচ্ছে। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সম্পাদিত ২২টি ব্রডগেজ রেলকোচ সরবরাহ চুক্তির আওতায় প্রথম চালান এসেছে চার ধরনের ১৮টি কোচ। এরমধ্যে রয়েছে ১১টি নন-এসি শোভন চেয়ার কোচ, তিনটি এসি চেয়ার কোচ, দুটি এসি স্লিপার কোচ ও দুটি এসি পাওয়ার ৭ এর পাঠ্য দেখুন

নেহা বোরাকে মুক্তি, আদালতে তোলা হবে অভিজ্ঞকে

নিজস্ব প্রতিবেদক

ভারতের রাজধানী দিল্লিতে বিক্ষোভের আগে আটক অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নেহা বোরাকে শনিবার ভোরে মুক্তি দিয়েছে পুলিশ। অন্যদিকে, ককচোচ জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা অভিজ্ঞ দীপকেকে বিশেষ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজির করা হবে বলে জানিয়েছে দিল্লি পুলিশ।

গুজবের নয়াদিল্লির কনট প্লেনে ‘লহরা দো তিরঙ্গা’ বিক্ষোভ মিছিলে যোগ দিতে যাওয়ার পথে তাদের আটক করা হয়েছিল। পুলিশ জানিয়েছে, দিল্লি পুলিশ আইনের ৬৫ ধারায় আটকের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হওয়ার ৭ এর পাঠ্য দেখুন

চা খাতের উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, বাড়বে উৎপাদন ও রপ্তানি

♦ স্টাফ রিপোর্টার

দেশের চা খাতের উৎপাদনশীলতা বাড়ানো, উৎপাদন ব্যয় কমানো, রপ্তানি বহুমুখীকরণ এবং বাগানের আর্থিক সক্ষমতা ফিরিয়ে আনতে সমন্বিত উদ্যোগ নিচ্ছে সরকার। এ লক্ষ্যে সহজ শর্তে ঋণ, সুদ কমানো, পুরোনো চা গাছের পরিবর্তে নতুন গাছ লাগানো, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং অব্যবহৃত জমিতে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের মতো বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। দেশের চা শিল্পকে আরও লাভজনক ও টেকসই করতে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন কৌশল প্রণয়ন এবং বাগানভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা তৈরির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বয়ে খাতটির বিদ্যমান সমস্যাগুলো সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। গত মাসে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে বাণিজ্যিক খন্দকার আব্দুল ৭ এর পাঠ্য দেখুন



ধর্মীয় স্বাধীনতা ও অধিকার নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব : শেখ রবিউল আলম

নিজস্ব প্রতিবেদক

সড়ক পরিবহন ও সেতু, রেলপথ এবং নৌপরিবহন মন্ত্রী শেখ রবিউল আলম এমপি বলেছেন, বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিকের ধর্মীয় স্বাধীনতা ও অধিকার নিশ্চিত করা রাষ্ট্র ও সরকারের দায়িত্ব। ধর্মীয় অধিকার কারও করুণা বা অনুগ্রহের বিষয় নয়; এটি প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার। ধর্ম-বর্ণ

নির্বিশেষে সকল মানুষের মর্যাদা, অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে একটি সম্প্রীতিপূর্ণ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। গুজবের (১৬ অক্টোবর) রাজধানীর কলাবাগান ক্রীড়াঙ্গণ মাঠে ধানমন্ডি সর্বজনীন পূজা উদযাপন কমিটির আয়োজনে শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদানকালে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। প্রধান অতিথির ৭ এর পাঠ্য দেখুন

জুলাই সনদের প্রতিশ্রুতি ও বাস্তবায়নের এক বছরের হিসাব চাইবে এবি পার্টি

নিজস্ব প্রতিবেদক

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের আকাজক্ষা, জুলাই সনদের প্রতিশ্রুতি এবং প্রত্যাশিত রাষ্ট্র সংস্কারের অগ্রগতি পর্যালোচনায় ‘জুলাই সনদের প্রতিশ্রুতি ও প্রত্যাশার ১ বছর: সালতামামি’ শীর্ষক মুক্ত আলোচনা সভার আয়োজন করেছে আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)। আজ রবিবার (১৮ অক্টোবর) সকাল ১১টায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) শফিকুল কবির মিলনায়তনে এ সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বিরোধীদলীয় নেতা ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির (এলডিপি) চেয়ারম্যান ড. কর্নেল (অব.) অলি আহমদ বীর বিক্রম, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির শায়খুল হাদীস আল্লামা মামুনুল হক এবং জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সংগঠক (দক্ষিণাঞ্চল) হাসনাত আব্দুল্লাহ এমপি। এবি পার্টির সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদের সঞ্চালনায় সভায় সভাপতিত্ব করবেন দলের চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জু।

জুলাই সনদ বাস্তবায়নে গত এক বছরের অগ্রগতি, রাষ্ট্র সংস্কারের প্রতিশ্রুতি ও বাস্তবতার ব্যবধান, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কার এবং জুলাই গণঅভ্যুত্থানের আকাজক্ষা বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ নিয়ে সভায় আলোচনা হবে। একই সঙ্গে সনদের প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়নে রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থান, দায়িত্ব ও করণীয় নিয়ে আলোচনা হবে। এবি পার্টি মনে করে, জুলাই সনদ নিয়ে গণভোটে প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষের ‘হ্যাঁ’ ভোটের ৭ এর পাঠ্য দেখুন

লাইসেন্স ছাড়া চলছিল টুপটুপ রিসোর্ট, ঝুঁকিপূর্ণ বলে নোটিশ করেছিল ফায়ার



নিজস্ব প্রতিবেদক

কক্সবাজারের উখিয়ার ইনানীর পাটুয়ারটেক সৈকতে কাঠের তৈরি টুপটুপ রিসোর্টটি অনুমোদন ছাড়াই চলছিল। রিসোর্টটির ফায়ার সার্ভিসের লাইসেন্সও ছিল

আখাউড়া স্থলবন্দরে ৭দিন ছুটি ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদক

দুর্গা ও লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া স্থলবন্দর দিয়ে ভারতের ৭ এর পাঠ্য দেখুন

‘শারদীয় দুর্গাপূজায় আগ্নিনিরাপত্তা বিষয়ক’ প্রেস ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। তিনি বলেন, গত জুনে পরিদর্শনের পর রিসোর্টটি ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে সতর্ক করে নোটিশ করেছিল ফায়ার সার্ভিস। এরপরও রিসোর্টটির অবৈধভাবে কার্যক্রম চালিয়ে আসছিল। আজ রিসোর্টটিতে আকস্মিক আগ্নিকারও ৬ জন নিহত ও ১০ জনের বেশি আহত হন। ফায়ার সার্ভিস মহাপরিচালক বলেন, তিনতলা কাঠের তৈরি রিসোর্টটির ৭ এর পাঠ্য দেখুন



দুর্গাপূজা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অন্য সেতুবন্ধন : পার্বত্য মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী সাচিং প্রু বলেছেন, শারদীয় দুর্গাপূজা আবহমানকালের সামাজিক বন্ধন, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সুদৃঢ় করার অন্য সেতুবন্ধন। বান্দরবানের রাজার মাঠে শারদীয় দুর্গোৎসব ও মেলায় উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে গতকাল তিনি এ কথা বলেন। মন্ত্রী বলেন, এ উৎসব কোনো নির্দিষ্ট ধর্মীয় বা সামাজিক সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি অন্যান্য ও অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে সত্য ও সত্যের জয়ের প্রতীক। পূজামণ্ডপের নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলার ওপর জোর দেন তিনি। তিনি বলেন, দেশের প্রতিটি সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা, মৌলিক অধিকার ও সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই যেন নির্বিঘ্নে ও আনন্দমনে পরিবেশে উৎসব উদযাপন করতে পারেন, সেজন্য জেলা ও স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে সুসংহত ও বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উৎসব চলাকালে যেকোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এড়াতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পাশাপাশি পূজা উদযাপন কমিটি ও স্থানীয় জনগণকে সার্বক্ষণিক সতর্ক থাকার আহ্বান জানান মন্ত্রী। এর আগে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে দুর্গোৎসব ও শারদ মেলায় উদ্বোধন করেন পার্বত্য মন্ত্রী। পরে তিনি দুর্গোৎসব উপলক্ষে ৭ এর পাঠ্য দেখুন



ঢাকা : রবিবার ১৮ অক্টোবর ২০২৬ ইং



স্বাধীনতার পর দুর্গাপূজায় এবার

আসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে। বেলাব উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আহসান হাবীব বিপ্লবের সভাপতিত্বে এবং মনোহরদী উপজেলা বিএনপি সদস্যসচিব আমিনুর রহমান সরকার লেলনের স্বচ্ছলনায় সভায় উপস্থিত ছিলেন বেলাব উপজেলা বিএনপির সদস্যসচিব এম এ কাদের জলিল, মনোহরদী পৌর বিএনপির সদস্যসচিব অ্যাডভোকেট আব্দুল হান্নান মিয়া, উপজেলা বিএনপির সদস্য গোলাম মোস্তফা, মনোহরদী পূজা উদযাপন ফ্রন্টের সভাপতি রাজিব রায় ও সাধারণ সম্পাদক সুকোলা মোহকসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ মতবিনিময়সভা শেষে স্বাস্থ্যমন্ত্রী তার বাক্তিগত তহবিল থেকে মনোহরদী ও বেলাব উপজেলার ৮০টি পূজামণ্ডপের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের হাতে আর্থিক অনুদান তুলে দেন।

ভারত থেকে এল ১৮টি

কার। পাওয়ার কারণ্ডুলোতে গার্ডনের জন্য পৃথক কামরা এবং যাত্রীদের মালামাল বহনের ব্যবস্থা রয়েছে। কোচগুলো ভারতের পাঞ্জাবের কাপুরথলায় অবস্থিত রেলকোচ ফ্যাক্টরিতে তৈরি করা হয়েছে।রেলওয়ে শ্রমিক ইউনিয়নের কারখানা শাখার সাধারণ সম্পাদক শেখ রোবায়তুর রহমান এসব কোচ দিয়ে সরাসরি চিলাহাটি-কক্সবাজার পর্যটন রুটে একটি আন্তঃনগর ট্রেন চালুর দাবি জানিয়েছেন। তিনি বলেন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে দ্রুত কোচগুলো রেলবহরে যুক্ত করা হলে কোচের সংকট কমবে।সৈয়দপুর রেলওয়ে কারখানার বিভাগীয় তত্ত্বাবধায়ক (ডিএস) শাবু সূফি নূর মোহাম্মদ বাসসকে বলেন, ‘রেলওয়ে কারখানায় আনা এসব কোচ এখনো খোলা হয়নি। তবে খুব শিগগিরই খুলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে।তিনি বলেন,এ কাজে রেল কারখানার শ্রমিক-কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের পাশাপাশি ভারতের বিশেষজ্ঞরা কাজ করবেন। কোচগুলো সৈয়দপুর রেল কারখানায় যাত্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে ট্রায়াল দেওয়ার পর ট্রাফিক বিভাগে হস্তান্তর করা হবে।আখাউড়া স্থলবন্দরে ৭দিন ছুটি ঘোষণা

ধর্মীয় স্বাধীনতা ও অধিকার

বক্তব্যে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের শারদীয়া শুভেচ্ছা জানিয়ে সড়ক ও সেতু মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের মানুষের পরিচয় সবার আগে বাংলাদেশি। ধর্ম, বর্ণ কিংবা গোত্রের ভিত্তিতে বিভাজনের কোনো সুযোগ নেই। সকল ধর্মের মানুষের অধিকার শুধু স্বীকার করাই যথেষ্ট নয়, তা বাস্তবে নিশ্চিত করতে হবে। প্রত্যেক নাগরিক যেন স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে পারেন, রাষ্ট্রকে সেই পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, ধর্ম মানুষের আধ্যাত্মিক চর্চা ও শ্রীর সান্নিধ্য লাভের মাধ্যম। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের রাজনৈতিক ব্যর্থে ব্যবহার করে কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দল নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করবে, তা কাম্য নয়। ধর্মীয় চর্চার পরিবেশ হতে হবে স্বাধীন, নিরাপদ ও সকলের জন্য উন্মুক্ত।

শারদীয় দুর্গাপূজা নির্বিঘ্নে উদ্যাপনের বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, আন্তঃমন্ত্রণালয় সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে দুর্গাপূজা উপলক্ষে সরকারি ছুটি বৃদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়া উৎসবকালীন মানুষের যাতায়াত নির্বিঘ্ন রাখা, সড়কনিরাপত্তা নিশ্চিত করা, জাবাবহন চলাচল স্বাভাবিক রাখা এবং বিদ্যুৎ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেবা সলল রাখতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও দপ্তরগুলোর সহযোগে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। এসময় তিনি বলেন, দুর্গাপূজার সময় মানুষের একটি যাতায়াত নিশ্চিত করতে ঢাকা থেকে বিভিন্ন গন্তব্যে যাত্রা এবং ঢাকায় প্রত্যাবর্তনের ক্ষেত্রে যাত্রীদের ভোগান্তি কমাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। উৎসবের নিরাপত্তা ও সুষ্ঠু আয়োজন নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে সম্মতিভাবে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান তিনি। মন্ত্রী আরও বলেন, দুর্গাপূজা উদ্যাপনে সরকারি বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রত্যেক ধর্মের মানুষ যেন স্বাধীনভাবে তাদের ধর্মীয় উৎসব পালন করতে পারেন, সে বিষয়ে সরকারের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

নিজ নির্বাচনী এলাকার সনাতন ধর্মাবলম্বীদের উদ্দেশে মন্ত্রী বলেন, জনপ্রতিনিধি হিসেবে এলাকার সকল নাগরিকেরে ন্যায্য অধিকার রক্ষা করা তাঁর দায়িত্ব। জগণগের ভোট ও আস্থা তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ আনাত। কোনো নাগরিকের যৌক্তিক সমস্যা বা অধিকারসংক্রান্ত বিষয় তাঁর নজরে এলে তা সমাধানে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে। এ সময় এলাকার একটি স্থায়ী পূজামণ্ডপ নির্মাণের জন্য সরকারি জমি বরাদ্দের দাবির বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, অঞ্চলে উপযুক্ত সরকারি জমি রয়েছে কি না, তা চিহ্নিত করে প্রস্তাবটির সম্ভাব্যতা যাচাই করা হবে। সংশ্লিষ্ট স্থানে সরকারের অন্য কোনো পরিকল্পনা না থাকলে ছোট পরিসরে হলেও স্থায়ী পূজামণ্ডপ নির্মাণের জন্য জমি বরাদ্দের বিষয়টি বিবেচনা করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। মন্ত্রী বলেন, প্রতিবছর অস্থায়ীভাবে পূজামণ্ডপ স্থাপন করতে গিয়ে আয়োজকদের যে ভোগান্তি মুখোমুখি হতে হয়, তার একটি স্থায়ী সমাধান হওয়া প্রয়োজন। ধর্মীয় চর্চার সুবিধার্থে একটি স্থায়ী ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিষয়ে তিনি সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

সবশেষে মন্ত্রী ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহাবস্থান ও সম্প্রীতি বজায় রাখার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, একটি শান্তিপূর্ণ, বৈষম্যহীন ও সম্প্রীতিময় বাংলাদেশ গড়তে সকলকে একাবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

পাঁচ মাস পর নদী থেকে নিখোঁজ

আর বাড়ি ফেরেননি। বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও তার সন্ধান না পেয়ে পরদিন হোসেনপুর থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন তার বাবা ফকজুর রহমান।দীর্ঘ ৫ মাস ছেপের সন্ধান না পেয়ে গত ১৬ অক্টোবর হোসেনপুর থানায় অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের আসামি করে মামলা করেন ফজরুর রহমান। ঘান্টিপাটর তদন্তে মনে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। আরিক ও তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের গতিবিধি, মোবাইল ফোনে কথোপকথনসহ বিভিন্ন তথ্যপ্রযুক্তিগত উপা্ত বিশ্লেষণ করে হত্যাকাণ্ডের সুচ পাওয়া যায় বলে জানায় পুলিশ। পরে অভিযান চালিয়ে সাকিব (১৮), রফিক (১৫), মফিজ (৪০) ও রমজান মিয়া (৩৫) নামে ৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।গ্রেফতারকৃতরা হলেন, গাওঁদিয়া উপজেলার জালালিয়া ইউনিয়নের বিশ্বনাথপুর গ্রামের গোলাপ মিয়াৱ ছেলে সাকিব (১৮) ও মফিজ (১৫), মৃত মোতালেবের ছেলে রফিক (৪০) এবং শামছুদ্দিনের ছেলে রমজান মিয়া (৩৫)।পুলিশের দাবি, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা জানিয়েছেন, মাদক সেবনের সময় তাদের মারধরে আরিফের মৃত্যু হয়। পরে তার মরদেহ নরসুন্না নদীতে ফেলে দেওয়া হয়।পুলিশ জানায়, গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে নদীতে কচুরিপানার নিচে লুকিয়ে রাখা দেহাবশেষ উদ্ধার করা হয়। এ সময় আরিফের ব্যবহৃত একটি গোঁজ্ঞ ও পাওয়া যায়। গোঁজ্ঞটি দেহের তার মা প্রাথমিকভাবে ছেলেকে শনাক্ত করেন।সংবাদ সম্মেলনে পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মিজানুর রহমান বলেন, তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় তদন্ত চালিয়ে হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে। উদ্ধার করা দেহাবশেষের পরিচয় নিশ্চিত করতে ডিএনএ পরীক্ষার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় আরও কেউ জড়িত আছেন কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।পুলিশ জানিয়েছে, উদ্ধার করা দেহাবশেষের মর্যাদাতত্ত্ব ও ফরেনসিক পরীক্ষার মাধ্যমে পরিচয় নিশ্চিত করার কার্যক্রম চলছে।

জুলাই সনদের প্রতিশ্রুতি ও

মাধ্যমে জনগণ রাষ্ট্র সংস্কারের পক্ষে সুস্পষ্ট রায় দিয়েছেন। কিন্তু সেই গণরায় কার্যকর না করে বর্তমান সরকার জনগণের প্রত্যাশাকে উপেক্ষা করছে। জনগণের রায়কে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে জুলাই সনদের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন না করা জনগণের সঙ্গে সুস্পষ্ট প্রতারণার শামিল। গণঅভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা ও গণভোটের রায়কে সম্মান জানিয়ে অবিলম্বে জুলাই সনদ বাস্তবায়নে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়ার দাবি জানানো দলটি।

এবি পাটি আরও মনে করে, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে একটি গণতান্ত্রিক, জবাবদিহিমূলক ও জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় শুধু রাজনৈতিক অঙ্গীকার যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন কার্যকর বাস্তবায়ন। জুলাই সনদের প্রতিশ্রুতি কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে, জনগণের প্রত্যাশা পূরণে কোথায় ঘাটতি রয়েছে এবং গণভোটের রায় বাস্তবায়ন কী পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন,সব বিষয় পর্যালোচনার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ করণীয় নির্ধারণে এ আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে দলটি প্রত্যাশা করে।

নেহা বোরাকে মুক্তি, আদালতে

পর নেহা বোরাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কায় ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ১২৬ ও ১৭০ ধারায় নতুন একটি মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে অভিজিৎকে। পুলিশ সূত্রে খবর, শনিবার দিনের পরের দিকে তাকে বিশেষ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজির করা হবে। আদালতই সিদ্ধান্ত নেবে, তাকে কারাগারে পাঠানো হবে নাকি জামিনে মুক্তি দেওয়া হবে। এর আগে গত ১০ অক্টোবর বিমানবন্দর থেকে অভিজিৎকে আটক করার সময় শান্তি ভঙ্গের অভিযোগে তার বিরুদ্ধে পৃথক একটি মামলা

করা হয়েছিল। সে সময় এক বছরের জন্য শান্তি বজায় রাখার অঙ্গীকারনামায় তাকে স্বাক্ষর করানো হয়।মুক্তি পাওয়ার পর দিল্লি পুলিশ ও কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের সমালোচনা করেন নেহা। আটকের ঘটনাকে ‘বেআইনি’ আখ্যা দিয়ে তিনি তৈয়ারি তালিকার বিশেষ নির্বিড় সংশোধন প্রক্রিয়া বন্ধ করার দাবি জানান। একই সঙ্গে প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ এবং তাকে কারাগারে পাঠানোরও দাবি তোলেন তিনি।বার্তা সংস্থা পিটিআই ভিডিওকে নেহা বলেন, ‘মাণ্ডি হাউস থেকে আমাকে আটক করা হয়েছে।এবং ভোর পাঁচটা পর্যন্ত সারা রাত থানায় রাখা হয়। পুলিশ কেন এভাবে বেআইনিভাবে মানুষকে আটক করছে? দেশে দীর্ঘদিন ধরেই এমন ঘটনা ঘটছে। তবে এই আন্দোলন বিষয়টিকে স্পষ্টভাবে সামনে নিয়ে এসেছে। তারা দাবি করে, আইনশৃঙ্খলা মেনে চলে এবং আইন অনুযায়ী কাজ করে। কিন্তু বাস্তবে তার কিছুই হচ্ছে না।’

আন্দোলনে আটক বা গ্রেপ্তার হওয়া সব বিক্ষোভকারীকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি। তাদের মধ্যে অভিজিৎ দীপকেও রয়েছেন। নেহা বলেন, ‘এই আন্দোলন চলাকালে পুলিশ সন্ধ্যায় বেআইনিভাবে মানুষকে আটক করছে এবং পরদিন সকালে বা সন্ধ্যায় ছেড়ে দিচ্ছে। কোন আইনে এ ধরনের আটকের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তা আমরা বুঝতে পারছি না। আটক সব বিক্ষোভকারীকে মুক্তি দিতে হবে, অভিজিৎ দীপকেকেও। মধ্য দিল্লিতে যে ধরনের অবরুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছে, সেটিও বন্ধ করতে হবে।’তিনি আরও বলেন, ‘জ্ঞানেশ কুমার থেকে শুরু করে বিজেপি সরকার-সবাইই উদ্ভত ত্যাগ করা উচিত। জ্ঞানেশ কুমারকে পদত্যাগ করতে হবে, অন্যথায় অভিশস্যনের মাধ্যমে তাকে অপসারণ করে কারাগারে পাঠাতে হবে। বিশেষ নির্বিড় সংশোধন প্রক্রিয়াও বন্ধ করতে হবে, যাতে দিল্লি ও ভারতের মানুষ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারেন।’পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গুজবর কন্ট প্লেসের উদ্দেশে যাওয়ার পথে নেহাকে মাণ্ডি হাউস থেকে এবং অভিজিৎকে বাঙেওয়ালান এলাকা থেকে আটক করা হয়েছিল।

অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের অভিযোগ, আটকের পর নেহাকে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা ধরে দিল্লির বিভিন্ন স্থানে নেওয়া হয়। পরে তাকে আর কে পুরম থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।সংগঠনটির দাবি, রাত প্রায় ১২টার দিকে আইনজীবীরা থানায় পৌঁছালেও তাদের নেহার সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয়নি। কোন তাকে মুক্তি দেওয়া হবে, সে বিষয়েও পুলিশ স্পষ্ট করে কিছু জানানায়নি। কয়েক দিন ধরে নেহা অসুস্থ থাকার বিষয়টি জানা সত্ত্বেও তাকে প্রয়োজনীয় ওষুধ দিতে অস্বীকৃতি জানানো হয়েছে বলেও অভিযোগ করেছে সংগঠনটি। অন্যদিকে, আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা ও যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে প্রায় ১৫০ জনকে আটক করা হয়েছিল বলে জানিয়েছে পুলিশ।বিক্ষোভের আগে কন্ট প্লেসের সেন্ট্রাল পার্ক ঘিরে ফেলে নিরাপত্তা বাহিনী। পার্কের তেজের দ্রুত পদক্ষেপকারী বাহিনীর সময়ের মোতায়েন করা হয়। পাশাপাশি পুরো এলাকায় অতিরিক্ত নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করা হয়।

কর্ণফুলী টানেলের লোকসান

করা হয়। এসব প্রকল্পের জন্য গৃহীত পাঁচ বছর মোসাদী কৌশলপর তুলে ধরে বর্তমানে প্রকল্পগুলো কীভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে, সে বিষয়ে কমিটিকে বিস্তারিত অবহিত করেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। সংসদ সচিবালয় জানায়, বৈঠকে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের দেশের ২৫৬টি প্রকল্পের মোয়াদ কেন বাড়ানো হলো- তার সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা পেশ করেছে মন্ত্রণালয়। প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্বের প্রধান কারণ হিসেবে ভূমি অধিগ্রহণের জটিলতা, অতিরিক্ত আমদানি নির্ভরতা, সময়মতো পত্রিকাচল নিয়োগ না হওয়া এবং অনেক ক্ষেত্রে সঠিক সম্ভাব্যতা যাচাই ছাড়াই কাজ শুরু করার বিষয়টি চিহ্নিত করা হয়। এ ছাড়া, সময়মতো অর্থ ছাড় না হওয়া এবং একাধিক মন্ত্রণালয়ের মধ্যে পারস্পরিক সমঝাহীনতাকে প্রকল্প পিছিয়ে পড়ার জন্য দায়ী করা হয়। বৈঠক থেকে উন্নয়ন প্রকল্পের এসব দীর্ঘস্থায়ী নিরসনে সব সংশ্লিষ্ট পক্ষকে অবিলম্বে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়ার জোরালো সুপারিশ করা হয়।প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের চলমান সংকট নিরসনে একটি নতুন নীতিমালা প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে বলে বৈঠকে সংসদীয় কমিটিকে অবহিত করা হয়। এ সংক্রান্ত নীতিমালা চূড়ান্ত রূপ পেলে প্রকল্প পরিচালক নির্বাচন ও পদায়নে যে জটিলতা রয়েছে, তার গুণগত উন্নয়ন হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করে হয়। পাশাপাশি, দেশের সুমুন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অঞ্চলভিত্তিক বৈষম্য দূর করার বিষয়টি বিশেষভাবে তুলে ধরা হয় এবং ন্যায্যতার ভিত্তিতে দেশের সব গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ নজর দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।পরিচালনা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক সক্ষমতা ও শূন্য পদের বিষয়ে বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানানো হয়েছে। বর্তমানে মন্ত্রণালয়ের ২২১টি শূন্য পদের বিপরীতে বিভিন্ন গ্রেডে ৬৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের প্রক্রিয়া শেষ পর্যায় রয়েছে। এ বিষয়ে জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে কেবল পদ পূরণ না করে স্ট্র্যাটাজিক লোড বা সুপরিচালিত কর্মভার সঠিকভাবে নির্ধারণ করে অগ্রাধিকারভিত্তিতে কাজ সম্পন্ন করার বিশেষ নির্দেশনা দেন সংসদীয় কমিটির সভাপতি বৈঠকের অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল দেশের আলোচিত মেগা প্রকল্প কর্ণফুলী টানেল। টানেলটির প্রাথমিক ফিজিবিলিটি স্টাডি, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া এবং এর বর্তমান বিপুল আর্থিক লোকসানের কারণগুলো নিয়ে বৈঠকে ব্যাপক আলোচনা হয়। এসব বিষয়ের গভীরে গিয়ে তদন্তের লক্ষ্যে পরবর্তী বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে, কর্ণফুলী টানেল প্রকল্পটি প্রকল্পের সাময়িক বাস্তবায়ন এবং লোকসানের নেপথ্য কারণ অনুসন্ধানে একটি নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু তদন্ত নিশ্চিত করতে কাজ করার বেসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিটি। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সব সংস্থাকে প্রয়োজনীয় তথ্য দিতে কমিটিকে পূর্ণ সহযোগিতার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।জাতীয় সংসদ ভবনে আয়োজিত এই দ্বিতীয় বৈঠকে কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সদস্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী জোন্সয়েদ আলিক, কাজী রফিকুল ইসলাম, মঈমুল ইসলাম খান, মো. সাইফুল সাকিম এবং মো. রাশেদুল ইসলাম রাশেদ সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। এ ছাড়া, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যরা, পরিকল্পনা বিভাগ এবং পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিবব্বয়, মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তরের শীর্ষ কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর প্রধান এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো পরিষ্কার রাখতে

বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। খোকন তালুকদার আরও বলেন, আপনারা যেখানেই সেবা নিতে যাবেন, সেই সেবা প্রতিষ্ঠানটিকে নিজের বাড়ি ও ঘর বলে মনে করবেন। এটিই আপনাদের কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ। যেভাবে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান দেশের প্রতিটি মানুষের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দিতে এবং তাদের পাশে পাশে কাজে চান তাতে তাঁর সিদ্ধান্তের কোনো কমতি নেই। তাঁর কর্মী হিসেবে আমরাও আপনাদের পাশে থাকতে বদ্ধপরিকর। তবে এর জন্য আপনাদের সচেতন হতে হবে এবং সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। এ সময় কালকিনি উপজেলা বিএনপির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. ফজলুল হক বেপারী, সাধারণ সম্পাদক মাহবুব হোসেন মল্লিক, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মোশারফ হোসেন সরদার, উপজেলা ছাত্রদের আহ্বায়ক নজরুল ইসলাম হাওলাদার, সদস্য সচিব মো. সাইফুল ইসলাম, যুবদল নেতা শামীম মোল্লা ও মামুন সিকদারসহ বিএনপি এবং অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

লাইসেন্স ছাড়া চলছিল টুপটুপ

নিচতলায় ছিল রেস্তোরা। সেখানে খাবার তৈরি করা হতো। দোতলা ও তিনতলায় পর্যটকদের থাকার ব্যবস্থা ছিল। রিসোর্টটি ফায়ার সার্ভিসের তদারকিহ আওতায় প্রয়োজনীয় সনদ ছিল না।

তিনি জানান, আজ সকালে সবেম ৬টাের দিকে আশুন লাগার খবর পায় ফায়ার সার্ভিস। ঘটনাস্থল থেকে নিকটতম ফায়ার স্টেশনের দূরত্ব ছিল ২২ কিলোমিটার। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা সেখানে গিয়ে আশুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করেন। পরে আশুন পুরোপুরি নির্বাণ করা হয়। এরইমধ্যে ঘটনাস্থল থেকে ছত্রজানের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। রিসোর্টটির লাইসেন্স নবায়ন না করা এবং সতর্ক করার পরও কার্যক্রম চালু রাখার বিষয়ে তিনি বলেন, তারা নিয়মতান্ত্রিকভাবে রিসোর্টটি চালাচ্ছিল না।

কক্সবাজারসহ দেশের বিভিন্ন পর্যটন এলাকায় কাঠ ও অন্যান্য দাহ্য উপকরণ দিয়ে তৈরি রিসোর্টগুলোর নিরাপত্তা এবং অনুমোদনের বিষয়ে প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, অনেক ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় অনুমতি নেওয়া হয়নি। সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে তাদের মোটেশির আওতায় আনার উদ্যোগ নেওয়া হবে। কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে নিরাপত্তাবিষয়ক বার্তা পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেন তিনি।

সামনে শুক মৌসুমে এ ধরনের দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়তে পারে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। কক্সবাজারের টুপটুপ রিসোর্টে আশুনের সুত্রপাত কীভাবে হয়েছে, এমন প্রশ্নে ফায়ার সার্ভিসের মহাপরিচালক বলেন, অনুমানের ভিত্তিতে আশুনের কারণ নির্ধারণ করা সঠিক হবে না। পূজানুপুঙ্খ তদন্তের পরই এ বিষয়ে জানা যাবে।

আখাউড়া স্থলবন্দরে ৭দিন ছুটি

আগারতলার সঙ্গে আমদানি-রফতানি কার্যক্রম সাতদিন বন্ধ থাকবে। আজ শনিবার থেকে ২১ অক্টোবর পর্যন্ত দুর্গাপূজা এবং ২৫ ও ২৬ অক্টোবর লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে স্থলবন্দরের বাণিজ্য কার্যক্রম বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।আগারতলার ইন্দো-বাংলা এক্সপোর্টার-ইমপোর্টার কমিউনিকেশন সেন্টারের পক্ষ থেকে ১৫ অক্টোবর আগরতলা স্থলবন্দরের সুপারিনটেনডেন্ট অব কাস্টমসকে দেওয়া এক চিঠিতে এ তথ্য জানানো হয়। বাংলাদেশের ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন দফতরে এ চিঠি পাঠানো হয়। চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, দুর্গাপূজা উপলক্ষে ১৭ থেকে ২১ অক্টোবর পর্যন্ত আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। তবে ২২ থেকে ২৪ অক্টোবর বন্দর খোলা থাকবে এবং এ সময় নিয়মিতভাবে বাণিজ্য কার্যক্রম চলবে।এরপর লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে ২৫ ও ২৬ অক্টোবর আবারও আমদানি-রফতানি বন্ধ থাকবে। ২৭ অক্টোবর থেকে বন্দর পুনরায় নিয়মিত কার্যক্রমে ফিরবে।চিঠির অনুলিপি আগরতলা স্থলবন্দরের ল্যাভ পোর্ট অথরিটি অব ইন্ডিয়ায় (এলপিআই) ব্যবস্থাপক, আখাউড়া এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট অ্যাসোসিয়েশন ও আখাউড়া সিঅ্যাডভক্ষ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ও সম্পাদক এবং আগরতলা আইপিটির প্ল্যান্ট কোয়ার্টেরচীফ স্টেশনের কর্মকর্তার কাছে পাঠানো হয়। সে অনুযায়ী তারা ব্যবস্থা নিয়েছেন। আখাউড়া স্থলবন্দর সিঅ্যাডভক্ষ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নেসার উদ্দিন ভূঁইয়া বাসসকে জানান, গতকাল গুজবর মাহ রমজানিও বন্ধ রাখা হয়। বন্ধের বিষয়ে সব ব্যবসায়ীদেরকে অবহিত করা হয়েছে।

চা খাতের উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদি

মুক্তাদিরের সভাপতিত্বে চা শিল্পের উন্নয়নে গঠিত মনিটরিং ও পরামর্শক কমিটির প্রথম সভায় এসব বিষয়ে আলোচনা হয়।বাংলাদেশ চা বোর্ডের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মো. মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা বাসসকে বলেন, কমিটির প্রথম সভায় চা খাতের উন্নয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।তিনি বলেন, বর্তমানে দেশের চাহিদার প্রায় ৯৭ শতাংশ চা দেশেই উৎপাদিত হচ্ছে।

রায়পুরা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে

করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের রক্ত পরীক্ষা দ্রুত ও নির্ভুলভাবে করা সম্ভব হচ্ছে। এতে আগের তুলনায় রোগীদের সময় ও ভোগান্তি কমার পাশাপাশি পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যয়ও কমেছে। এদিকে, ডেঙ্গু রোগীদের চিকিৎসার জন্য স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ১০ শয্যার পৃথক ডেঙ্গু ওয়ার্ড চালু করা হয়েছে। সেল কাউন্টার মেশিনের মাধ্যমে দ্রুত রোগ নির্ণয় করে ইতোমধ্যে দুই শতাধিক ডেঙ্গু রোগী চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন বলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। একই সঙ্গে চিকিৎসক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উপস্থিতিও বাড়ানো হয়েছে।এছাড়া হাসপাতালের প্যাথলজিক বিভাগে এক্স-রে সহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা সরকারি নির্ধারিত মূল্যে করা হচ্ছে। সরকারি সরবরাহ করা ওষুধও সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় রোগীদের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।নিয়মিত পরিচর্রুতা কার্যক্রম ও তদারকির ফলে এরইমধ্যে হাসপাতালের অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগমন পরিবেশেও পরিবর্তন এসেছে। রোগীদের জন্য অপেক্ষাকৃত পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসমন্বিত পরিবেশ নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্টদের নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা করতে দেখা গেছে।শুধু হাসপাতালকেন্দ্রিক সেবার মধ্যে কার্যক্রম সীমাবদ্ধ না রেখে উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতেও বিভিন্ন উদ্যোগ জোরপাশে করছে কর্তৃপক্ষ। বিশেষ করে সম্প্রদায়িক টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই), হাম-রুবেলা ক্যাম্পেইন, ওপেন এসআরপি’র মাধ্যমে ডিভিডাল স্বাস্থ্য তথ্য সরবরাহ, ভারবাল অটোপসি এবং কমিউনিটি ক্রিনিকের কার্যক্রমে তদারকি বাড়ানো হয়েছে।উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগ জানায়, এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রত্যন্ত এলাকার জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে মা ও শিশুদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।বহির্বিভাগে চিকিৎসা নিতে আসা রায়পুরার নিলক্ষ এলাকার বাসিন্দা মাজেন্দা বেগম বাসসকে বলেন, আগে হাসপাতালে এসে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হতো। পরিবেশও যেমন ভালো ছিল না। এখন চিকিৎসকরা মনোযোগ দিয়ে রোগীদের কথা শুনছেন এবং পরিবেশেও আগের তুলনায় অনেক পরিচ্ছন্ন হয়েছে।জরুরি বিভাগে চিকিৎসা নিতে আসা এক রোগীর স্বজন আহমেদ ইসলাম বলেন, জরুরি প্রয়োজনে এখন আগের তুলনায় দ্রুত চিকিৎসক ও নার্সদের সেবা পাওয়া যাচ্ছে। চিকিৎসকদের আভিরিক্রমে রোগী ও স্বজনের ভোগান্তি কমেছে। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. জন্নাভূন নাদিম বাসসকে বলেন, দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে প্রাতিষ্ঠানিক চিকিৎসাসেবার পাশাপাশি মাঠপর্যায়ের মানুষের পক্ষে মামানামত স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করা হচ্ছে।তিনি বলেন, চিকিৎসকদের নিয়মিত উপস্থিতি, ২৪ ঘণ্টা জরুরি সেবা, পরিচ্ছন্নতা এবং সরকারি শুঘুরের স্বচ্ছ বস্তু নিশ্চিত করার পাশাপাশি ইপিআই, হাম-রুবেলা ক্যাম্পেইন, কমিউনিটি ক্রিনিকের সেবা, ওপেন এসআরপি ও ভারবাল অটোপসি মতো কার্যক্রম নিবিড়ভাবে তদারকি করা হচ্ছে।ডা. জন্নাভূন নাদিম আরও বলেন, ‘সেল কাউন্টার মেশিনের মতো আধুনিক সরঞ্জাম সংযোজনের ফলে রোগ নির্ণয়ের সক্ষমতায়ও গতি বেড়েছে। চিকিৎসক, নার্স, মাঠকর্মী এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সমন্বিত প্রচেষ্টায় এসব পরিবর্তন আনার চেষ্টা করা হচ্ছে।’

প্রয়োজনীয় জনবল ও আরও আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম পাওয়া গেলে রায়পুরার মাধ্যমকে আরও উন্নত ও পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া সম্ভব হবে বলেও জানান তিনি।নারায়ণীরা সিভিল সার্জন ডা. মো. বুলবুল কবীর বাসসকে বলেন, ‘সেবার মান আরও বাড়াতে রায়পুরা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ১৫০ শয্যায় উন্নীত করা হবে। এ উপজেলাটি অনেক প্রত্যন্ত অঞ্চলের রয়েছে, যেখানে স্বাভাবিকভাবে বায়োটাত করতে অনেক লাগে। এসব এলাকার মানুষের জন্য আরও একটি ১৫০ শয্যার হাসপাতাল নিশােরে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।’তিনি বলেন, প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের জরুরি স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে একটি ‘জীবন তরী’ পাঠানোর জন্যও আবেদন করা হয়েছে। সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্য বিভাগ বদ্ধপরিকর। স্থানীয় সচেতন মহল মনে করেন, হাসপাতাল ও মাঠপর্যায় স্বাস্থ্যসেবা মানোন্নয়নে নেওয়া উদ্যোগগুলো অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। পাশাপাশি ভর্তি রোগীদের জন্য শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি, প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক পদায়ন এবং আধুনিক চিকিৎসা প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো গেলে রায়পুরা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে আরও কার্যকর স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে পরিণত করা সম্ভব হবে।

উত্তরা রণক্ষেত্র, শ্রমিক-পুলিশ

নেয়। পুলিশের দাবি, বিক্ষোভকারীরা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের লক্ষ্য করে ইটপাটিকে নিক্ষেপ করেন। একপর্যায়ে শিল্প পুলিশের দুটি গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। এতে শিল্প পুলিশের এক সদস্য আহত হয়। তার হাত ভেঙে গেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ লাঠিচার্জের পাশাপাশি সাউভ গ্রেনেড ও জলকামান ব্যবহার করে। পরে বিক্ষোভকারীদের মহাসড়ক থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) উত্তরা বিভাগের উপকমিশনার মো. রেজাউল করিম জানান, সঘর্ষে পুলিশ সদস্যসহ অর্ধশতাধির ব্যক্তি আহত হয়েছেন। ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করতে সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ পর্যালোচনা করা হচ্ছে। তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি। বকেয়া বেতন পরিষেবা ও সর্বমুন্ মাসিক মজুরি ৩০ হাজার টাকা নির্ধারণের দাবিতে কয়েক দিন ধরে আন্দোলন করছেন পোশাকশ্রমিকরা। শনিবারের সংঘর্ষের পর সংশ্লিষ্ট কারখানা কর্তৃপক্ষের বক্তব্য এবং আহত ব্যক্তিদের সর্বশেষ শারীরিক অবস্থার বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়নি।

নব পত্রিকা স্থাপনের মধ্য

নবমী তিথির গুরুর সন্ধিক্ষণে অনুষ্ঠিত হয়। মঙ্গলবার মহানবমীর পূজা ও অন্যান্য ধর্মীয় আচার পালন করা হয়। ধুবুরার বিজয়া দশমীতে ঘট ও দর্পণ বিধানের মধ্য দিয়ে দুর্গোৎসবের সারমণি হবে। এরপর প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হবে পাঁচ দিনের এ উৎসব। দুর্গাপূজা উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন এলাকার পূজামণ্ডপে উৎসবমুখর

পরিবেশ বি্রাজ করছে।

হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী, অসুররাজ মহিষাসুরের অত্যাচার থেকে দেবতাদের রক্ষা করতে তাদের সম্মিলিত ঐশ্বরিক শক্তিতে আবির্ভূত হন দেবী দুর্গা। দীর্ঘ যুদ্ধের পর দেবী মহিষাসুরকে বধ করেন। এ কারণে দুর্গাপূজা অন্তত শক্তির বিরুদ্ধে শুভ শক্তির বিজয়ের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়।

ধর্মীয় তাৎপর্যের পাশাপাশি দুর্গাপূজা বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যেরও গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এ উৎসবকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও সম্প্রীতির পরিবেশ তৈরি হয়। পূজামণ্ডপে দর্শনাধীনের উপস্থিতি, আলোচসজ্ঞা ও সাংস্কৃতিক আয়োজন উৎসবকে সর্বজনীন রূপ দেয়।এদিকে দুর্গাপূজা উপলক্ষে বাড়তি নিরাপত্তাব্যবস্থা, সরকারি অনুদান বৃদ্ধি ও ছুটি বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। হিন্দু সম্প্রদায়ের দীর্ঘদিনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাহী আদেশে এবার দুর্গাপূজার ছুটি দিন করা হয়েছে। সাপ্তাহিক শুক্র ও শনিবারের ছুটির সঙ্গে তা যুক্ত হওয়ায় ২০ থেকে ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত টানা পাঁচ দিনের ছুটি পাচ্ছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নির্দেশনায় পূজামণ্ডপের জন্য সরকারি অনুদান চার কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে পাঁচ কোটি টাকা করা হয়েছে। গত বছরের তুলনায় এবার পূজামণ্ডপের সংখ্যা প্রায় দেড় হাজার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৩ হাজার ৮৫১টিতে। উৎসব নির্বিঘ্নে উদ্‌যাপনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিরাপত্তাব্যবস্থার পাশাপাশি পূজার আয়োজকেরাও সতর্ক রয়েছেন। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসবের আনন্দের মধ্য দিয়ে আগামী কয়েক দিন দেশের বিভিন্ন এলাকায় চলবে শারদীয় দুর্গোৎসব।

দুর্গাপূজা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির

এলাকার মেধাবী শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষাবৃত্তির চেক বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম, বান্দরবানের জেলা প্রশাসক নাজনীন সুলতানা ও পুলিশ সুপার মো. ওহাবুল ইসলাম খন্দকারসহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তারা এসময় উপস্থিত ছিলেন।এ বছর বান্দরবান জেলার সাতটি উপজেলার ৩৩টি পূজামণ্ডপে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আগামী ২১ অক্টোবর প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শারদীয় দুর্গোৎসব শেষ হবে।

ক্ষমতাতে ৮ মাস, বাংলাদেশে



ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট না থাকলে দেশ আজও পাকিস্তান থাকতো : স্পিকার

◆ স্টাফ রিপোর্টার

ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টই পাকিস্তানের আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধযুদ্ধ শুরু করেছিলেন বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ। তিনি বলেছেন, ‘ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট যদি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সেই

প্রতিরোধ শুরু না করত, তাহলে এ দেশ এখনো পাকিস্তানই থাকত।’ গতকাল রাজধানীর এসকেএস টাওয়ারে ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট (সিনিয়র টাইগার্স) কর্তৃক আয়োজিত ‘সিনিয়র টাইগার্সের অবসরপ্রাপ্ত সদস্যদের পুনর্মিলনী-২০২৬’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।অনুষ্ঠানে স্পিকার হাফিজ

উদ্দিন আহমদ বলেন, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে একটি গৌরবময় নাম। ১৯৪৮ সালে ইস্ট ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট গঠিত হয়। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ ও মহান মুক্তিযুদ্ধে অনন্য অবদানের জন্য ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সবচেয়ে বেশি বীরোচিত সাহসিকতার পুরস্কার লাভ করে।



অবৈধভাবে বালু উত্তোলন অভিযানে ৭টি ড্রেজার জব্দ

কুড়িগ্রামে জেলার ভূরক্ষামারীতে দুধকুমার নদে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন বন্ধে অভিযান পরিচালনা করেছে উপজেলা প্রশাসন। অভিযানে ৭ টি অবৈধ ড্রেজার জব্দ করা হয়। এসময় প্রশাসন ও পুলিশের উপস্থিত টের পেয়ে সেলো ইঞ্জিল চালিত নৌকায় থাকা আরো ৩টি ড্রেজার মেশিন নিয়ে পালিয়ে যায় বালু খেকোর। শনিবার (১৭ সেপ্টেম্বর) বিকালে চর ভূরঙ্গদামারী ইউনিয়নের ইসলামপুর গ্রামের সামাদের ঘাট এলাকায় দুধকুমার নদে সহকারি কমিশনার ভূমি ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জামিলুর রহমান এর

নেতৃত্বে এই অভিযান পরিচালিত হয়। এসময় থানা পুলিশের একটি দল অভিযানে সহযোগিতা করেন। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, স্থানীয় বাসিন্দা জাহাঙ্গীর আলম, রুহুল আমিন, আইজুল হক ও সোহেল রানার নেতৃত্বে প্রভাবশালী একটি মহল ইসলামপুর গ্রামের দুধকুমার নদে ১০টি অবৈধ ড্রেজার মেশিন বসিয়ে দীর্ঘদিন থেকে বালু উত্তোলন করে বিক্রি করে আসছে। নদের তীর রক্ষা বাঁধের খুব কাছ থেকে বালু উত্তোলন করায় মাঝাহাঝ বৃষ্টির মুখে পড়ছে তীর রক্ষা বাঁধ। এতে ভাঙন আতঙ্ক দিন পার

করাছিলেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন বন্ধে অভিযান পরিচালনা করে উপজেলা প্রশাসন। এসময় ৭ টি ড্রেজার মেশিন জব্দ করে ৫টি থানায় নিয়ে আসা হয়। অপর দুটি মেশিন পানিতে থাকায় ইউপি সদস্য আবদুল কালামের খানায় রাখা হয় এবং পরবর্তীতে থানায় জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। এ বিষয়ে সহকারি কমিশনার ভূমি ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জামিলুর রহমান ঘটনার সত্যগতা নিশ্চিত করে বলেছেন, অবৈধভাবে বালু উত্তোলন বন্ধে অভিযান চলতে থাকবে।

বাগমারায় পূজামণ্ডপ পরিদর্শনে ইউএনও

শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে রাজশাহীর বাগমারা উপজেলার বিভিন্ন পূজামণ্ডপ পরিদর্শন করেছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রিজু তামান্না। শনিবার তিনি উপজেলার বিভিন্ন এলাকার পূজামণ্ডপ ঘুরে দেখেন। এ সময় পূজামণ্ডপগুলোর সার্বিক পরিস্থিতি, পূজার আয়োজন ও নিরাপত্তাব্যবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। বাগমারা উপজেলার ১৬টি ইউনিয়ন ও দুটি পৌরসভার ৮৬টি মন্দিরে এ বছর শারদীয় দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। দুর্গাপূজা শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠু ও নির্বিঘ্নে উদ্‌যাপন নিশ্চিত করতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পরিদর্শনকালে পূজামণ্ডপগুলোতে উৎসবমুখর পরিবেশ বজায় রাখা এবং যেকোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি এড়াতে সংশ্লিষ্টদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানানো হয়। এ সময় সহকারী কমিশনার (ভূমি) মিজানুর রহমান, ভবানীগঞ্জ পৌরসভার সহকারী প্রকৌশলী লিটন মিয়া সহ সংশ্লিষ্ট মন্দিরের সভাপতি সম্পাদকসহ সুধীজন উপস্থিত ছিলেন।

আশাশুনির গুনাকরকাটিতে অনৈতিক সম্পর্কের অভিযোগে স্ত্রীকে তালাক

আশাশুনি উপজেলার কুলুয়া ইউনিয়নের গুনাকরকাটি গ্রামে অনৈতিক সম্পর্কের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভেঙে গেছে এক দম্পতির সংসার। গত শনিবার (১২ অক্টোবর) ভোররাতে এ ঘটনা ঘটে বলে স্থানীয় সূত্রে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ঘটনার পর ওই নারীকে স্বামী শরীফ তালাক দিয়েছে বলে জানা গেছে। স্থানীয় সূত্রের দাবি, কুলুয়া গ্রামের কালিদাসের ছেলে পলাশ দাসের সঙ্গে শরীফের স্ত্রীর অবৈধ সম্পর্ক ছিল। পলাশ গুনাকরকাটি এলাকায় মিষ্টির ব্যবসার সুবাদে ওই নারীর সঙ্গে পরিচিত হয় এবং অবৈধ সম্পর্ক গড়ে ওঠে বলে অভিযোগ রয়েছে। স্থানীয়দের ভাষ্য অনুযায়ী, গত শনিবার ভোররাতে শরীফ বাড়িতে না থাকায় তার স্ত্রীর সঙ্গে পলাশ তার বাড়িতে যায়। এ সময় শরীফের ছোট ভাইয়ের স্ত্রী বিষয়টি জানতে পেরে চিৎকার করলে আশপাশের লোকজন জড়ো হয়। পরে পলাশকে স্থানীয়রা মারধর করে বলেও জানা গেছে। সুযোগ বুকে পলাশ ঘটনা স্থল থেকে পালিয়ে যায়। ঘটনার পর থেকে পলাশ আত্মগোপনে রয়েছেন বলে দাবি করেছেন স্থানীয়রা। পরবর্তীতে স্থানীয় কয়েকজনের উদ্যোগে সালিশি বৈঠক বসে এবং বিষয়টি মীমাংসার চেষ্টা করা হয় বলে জানা গেছে। তবে ঘটনার পর শরীফ তার স্ত্রীকে তালাক দেন বলে জানা গেছে। ওই নারী এক সন্তানের জননী। এ বিষয়ে পলাশের বাবা কালিদাস ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, ঘটনা ঘটার পর একাধিক সাংবাদিকসহ বিভিন্ন মহল আমাদের দোকান এবং বাড়িতে আসছে, বিভিন্ন প্রশ্ন করছে, যে কারণে আমার ছেলে গা ঢাকা দিয়েছে।

দরগাহপুরে সন্তোষ মন্ডলকে পিটিয়ে জখম, মালামাল ছিনতাই

আশাশুনি উপজেলার দরগাহপুর ইউনিয়নের খাসবাগানে হারির টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে সন্তোষ কুমার মন্ডলকে পিটিয়ে রক্তাক্ত জখম ও নগদ টাকাসহ মালামাল লুটের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এব্যাপারে থানায় লিখিত এজাহার দাখিল করা হয়েছে। দরগাহপুর ইউনিয়নের তকিপুর গ্রামে সন্তোষ কুমার মন্ডল বাদী হয়ে খাসবাগান গ্রামের লতিফ মোড়ুল, হাফিজুল সরদার, হারুন মোড়লকে অভিযুক্ত করে বাদী দাবি করেন, তকিপুর গ্রামে তার বসত বাড়ীর সামনে পৈত্রিক ১৪ শতক সম্পত্তি আছে। অভিযুক্তরা তাহাদের সম্পত্তির সহিত বাদীর জমি সম্পৃক্ত করে হারীর টাকা দিয়ে মৎস্য ঘের করে আসছে। সম্প্রতি তারা তার সাথে বিরোধ সৃষ্টি করে নানা ভাবে হরায়নী করাসহ খুন জখমের হুমকি ও ভয়ভীতি প্রদর্শন করায় বাদী তাদের বিরুদ্ধে থানায় সাধারণ ডায়রী (নং-৮৫৪, তারিখ- ১৮/০৩/২০২৬) করেন। শুরুবার (১৬ অক্টোবর) সকাল ১০ টার দিকে অভিযুক্তদের মৎস্য ঘেরে গিয়ে চলতি ২০২৬ সালের হারীর টাকা চাইলে টাকা না দিয়ে গালাগালাজ করাসহ খুন জখমের হুমকি ও ভয়ভীতি দেখায়। একই দিন বেলা অনুঃ ১:৩০ টার সময় বাদী পূজার কাজের গায়ে লামোজ বানানের প্রস্তাব ও পরিবহনের কাজে নিয়োজিত কর্মীদের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে শরীরে ধারণযোগ্য ক্যামেরা বা বডি ক্যামেরা ব্যবহারের সুপারিশ করে কমিটি। দায়িত্ব পালনের সময় এসব ক্যামেরা চালু রাখা, ধারণ করা ফুটেজ নির্ধারিত সময় পর্যন্ত সংরক্ষণ এবং প্রয়োজনে তদন্তে ব্যবহারের ব্যবস্থা রাখার প্রস্তাব রয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত লাগেজ শনাক্তে বিশেষ ব্যবস্থা : লাগেজে ক্ষতির চিহ্ন পাওয়া গেলে তা নথিবদ্ধ করতে

ফ্যামিলি কার্ড পরিপূর্ণভাবে সফল করতে পারলে জিডিপি বাড়বে: এমপি শিমুল



◆ স্টাফ রিপোর্টার

ফ্যামিলি কার্ড যদি আমরা পরিপূর্ণভাবে সফল করতে পারি তাহলে বাংলাদেশের জিডিপি বাড়বে, ক্ষুধা-দারিদ্রতা কমেবে, দুগ্ধশী মানুষের মুখে হাসি ফুটবে বলে মন্তব্য করেছেন পাবনা-৫ (সদর) আসনের সংসদ সদস্য ও শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি অ্যাড. শামছুর রহমান শিমুল বিদ্রাস।আজ শনিবার সকালে সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে পাবনায় ফ্যামিলি কার্ড বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মার্চ

পর্যায়ের তথ্যসংগ্রহকারী ও সুপারভাইজারদের প্রশিক্ষণ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।তিনি বলেন, এ কাজটি যেন সততার সাথে, স্বচ্ছতার সাথে করা হয়। যে ভাই-বোনেরা এ মহৎ কাজের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছেন, তারা এ কাজটি কল্যাণের কাজ হিসেবে জীবনের একটা শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত রাখার সুযোগ হিসেবে যেন নেয়।‘তিনি আরো বলেন, ‘এখানে কার্ড পাওয়ার যোগ্য একটা মানুষও যেন বাদ না যায়, করো প্রতি যেন অবহেলা না করা হয়। আমরা ভালো কাজে

প্রতিযোগিতা করব মন্দ কাজকে এড়িয়ে চলব, মন্দ কাজকে প্রতিরোধ করতে হবে এবং ভালো কাজকে সমর্থন করতে হবে।উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ে আয়োজনে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, জেলা প্রশাসক মো. আমিনুল ইসলাম। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তামারা তাসবিহা, সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি একেএম মুসা, সাবেক সাধারণ সম্পাদক রেহানুল ইসলাম বুলাল, পাবনা প্রেসক্লাবের সম্পাদক জহরুল ইসলাম, সাবেক সম্পাদক আখিনুরুল ইসলাম রেমনসওহ জেলার সমাজ সেবা কার্যালয় ও উপজেলা পরিষদে কর্মকর্তা এবং স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ।

অনুষ্ঠান শেষে উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের আওতাধীন ৬২ জনের মধ্যে বিভিন্ন উৎকের সুদক্ষ ক্ষুদ্র ঋণের চেক হস্তান্তর করা হয়।



গাছের রসেই ১৫০ কোটি টাকার অর্থনীতি

স্টাফ রিপোর্টার

সবজিজান-খ্যাত যশোরের কৃষি অর্থনীতির পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে খেজুরের গুড়। কৃষি বিভাগের তথ্যমতে, দেশের সর্বোচ্চ গুড় উৎপাদনকারী এ জেলায় গত পাঁচ বছরে গুড়ের উৎপাদন বেড়েছে ১০ শতাংশ। সম্প্রতি জিআই পণ্যের স্বীকৃতি পাওয়া যশোরের খেজুর গুড় চার মাসের মৌসুমে বেচাকেনা হয় প্রায় দেড়শত কোটি টাকার। এতে জেলার বিভিন্ন উপজেলা ও গ্রামীণ জনপদের অর্থনীতি গাছের রস ও গুড় উৎপাদনে কর্মকর্তারা বলছেন, নিরাপত্তা খেজুর রস ও গুড় উৎপাদনে কৃষকদের পরামর্শ, প্রশিক্ষণ ও

উঠান বৈঠকের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করছে কৃষি বিভাগ। পাশাপাশি বাড়ছে গুড়ের বাজার, তৈরি হচ্ছে কর্মসংস্থান এবং কৃষকরাও পাচ্ছেন বাড়তি আয়ের সুযোগ। চৌগাছা উপজেলার পঞ্চাশোহর গাছের সঙ্গে এলাকার কৃষকের আসলেই নিজের কিছু খেজুর মিসকিন দফাদার। বছরে সাত মাস দুই ছেলের কৃষিজমিতে মার্কে-মঠে সহযোগিতা করলেও শীতের পাঁচ মাস ব্যস্ত থাকেন খেজুরগাছ পরিচর্যা। বলা চলে, সকাল কিংবা রাত কাটে খেজুর গাছের সঙ্গেই। আর এই পাঁচ মাসে গুড় ও রস বিক্রি করে যে আয় করেন, তা চাড়া হচ্ছে।কৃষি বিভাগের কর্মকর্তারা বলছেন, নিরাপত্তা খেজুর রস ও গুড় উৎপাদনে কৃষকদের পরামর্শ, প্রশিক্ষণ ও

বলেন, ‘বর্গসহ পাঁচ বিঘা জমিতে ধান, পাট ও সবজি আবাদ করলেও তেমন লাভ নেই। রোদ-বৃষ্টিতে পরিশ্রমই সার। খরচ বাদ দিলে লাভ থাকে না। কিন্তু শীতকাল আসলেই নিজের কিছু খেজুর গাছের সঙ্গে এলাকার কৃষকের খেজুর গাছ ভাগে নিই। এতে খাদুনি হলেও আগের চেয়ে বদলে গেছে জীবন।’খেজুর-গাছরের জন্ম প্রস্তুত করা হচ্ছে খেজুর গাছপ্রায় ৩৫ বছর ধরে খেজুর গাছ কাটার অভিজ্ঞতা রয়েছে এই গাছির। নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে তিনি বলেন, ‘এক বিঘা জমিতে ২৫ থেকে ৩০ মণ ধান হয়।

◆ স্টাফ রিপোর্টার

হযরত শাহজালাল আতর্জাতিক বিমানবন্দরে লাগেজ হারানো, চুরি ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঘটনা ঠেকাতে নজরদারি জোরদারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ জন্য স্থাপন করা হয়েছে ৩৬টি বুদ্ধিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন (এআই) ক্যামেরা। এ প্রযুক্তির মাধ্যমে যাত্রীরা নিজেদের লাগেজের অবস্থান জানতে পারবেন বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। শুধু ক্যামেরা স্থাপনই সীমাবদ্ধ থাকছে না উদ্যোগ। উড়োজাহাজ থেকে লাগেজ নামানো, পরিবহন, বাছাই এবং যাত্রীর হাতে পৌঁছানো পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়া নজরদারির আওতায় আনার সুপারিশ করেছে একটি স্বাধীন তদন্ত কমিটি। লাগেজ চুরি, কাটা ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঘটনা প্রতিরোধে এ কমিটি দিয়েছে ১২ দফা সুপারিশ। এর মধ্যে নিয়মিত নিরীক্ষা, আকস্মিক পরিদর্শন এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা জোরদার করার সুপারিশও করা হয়েছে।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের ১০ আগস্ট এক অফিস আদেশে লাগেজ হারানো, ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ও চুরির ঘটনার পুনরাবৃত্তি তদন্তে একটি স্বাধীন কমিটি গঠন করা হয়। এতে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক), বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স, এয়ারলাইন অপারেশন কমিটি (এওসি) এবং জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের প্রতিনিধিদের রাখা হয়েছে। কমিটির সুপারিশে লাগেজ ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যাত্রীদের সামনে লাগেজ পরিবহনের কার্যক্রম সরাসরি প্রদর্শন, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যাগের তথ্য সংরক্ষণ, সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইনসগুলোর মধ্যে তথ্য বিনিময় এবং অনিয়মের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তাবও রয়েছে।বেবিচকের সদস্য (প্রশাসন) এসএম লাবলুর রহমান বলেন, বিমানবন্দরে যাত্রীদের লাগেজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এআই ক্যামেরাসহ আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, সার্বক্ষণিক নজরদারি এবং সংশ্লিষ্টদের জবাবদিহি নিশ্চিত করা গেলে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। যাত্রীরা যেন নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে তাদের লাগেজ বুকে পান, সে লক্ষ্যে সমন্বিত উদ্যোগ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।লাগেজের অবস্থান জানতে এআই ক্যামেরা : শাহজালাল বিমানবন্দরে ৩৬টি এআই ক্যামেরা স্থাপন লাগেজ ব্যবস্থাপনায় প্রযুক্তিনির্ভর নজরদারি বাড়ানোর পদক্ষেপ। এসব ক্যামেরার মাধ্যমে লাগেজের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ এবং সন্দেশজনক কার্যক্রম শনাক্ত করার সুযোগ তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি যাত্রীরা নিজেদের লাগেজ কোথায় রয়েছে, সে তথ্যও জানতে পারবেন বলে জানা গেছে। উড়োজাহাজ থেকে নামানোর পর লাগেজ পরিবহন, বাছাই এবং আগমনী লাগেজ বেটে পৌঁছানো পর্যন্ত কয়েকটি ধাপ অতিক্রম করতে হয়। কোনো পর্যায়ে লাগেজ হারিয়ে গেলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে সংশ্লিষ্ট সময়ের ক্যামেরার ফুটেজ বিশ্লেষণ করে ঘটনার স্থান ও সন্ধ্যা কারণ অনুসন্ধান করা সম্ভব হবে।তবে ক্যামেরার মাধ্যমে লাগেজের দৃশ্যমান গতিবিধি পর্যবেক্ষণ এবং নির্দিষ্ট ব্যাগের অবস্থান ডিজিটাল পদ্ধতিতে শনাক্ত করা এক বিষয় নয়। নির্ভুলভাবে লাগেজের অবস্থান জানতে ক্যামেরার পাশাপাশি ব্যাগ শনাক্তকরণ, তথ্য সংরক্ষণ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয় প্রয়োজন হতে পারে। ক্যামেরাগুলো কোথায় স্থাপন করা হয়েছে, যাত্রীরা কীভাবে তথ্য পাবেন এবং সুবিধাটি পুরোপুরি চালু হয়েছে কিনা, সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষের বিস্তারিত তথ্য প্রয়োজন।এদিকে আগমনী লাগেজ বেট্ট এলাকায় বড় পর্দায় লাগেজ পরিবহনের কার্যক্রম সরাসরি দেখানোর সুপারিশ করেছে তদন্ত কমিটি। এ ছাড়া লাগেজ পরিবহনের যেসব স্থানে

সিসি ক্যামেরা নেই বা নজরদারি দুর্বল, সেগুলো চিহ্নিত করে পর্যাপ্ত ক্যামেরা স্থাপনের সুপারিশ করেছে তদন্ত কমিটি।লাগেজ চুরি ও মূল্যবান সামগ্রী খোয়া যাওয়ার অভিযোগে পুরো প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ করার দাবিও উঠেছে। ৫ অক্টোবর প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, প্রথমিকোত্তর একজন আইনজীবী জনস্বার্থে আইনি নোটিশ পাঠান। এতে উড়োজাহাজের কার্গো হোল থেকে লাগেজ নামানো, ট্রলিতে তোলা, র‍্যাম্প দিয়ে পরিবহন এবং ব্যাগেজ বেটে পৌঁছানো পর্যন্ত প্রতিটি ধাপ উচ্চমানের সিসি ক্যামেরার আওতায় আনার দাবি ছিল। কর্মীদের গায়ে লাগেজ বানানের প্রস্তাব : লাগেজ ওঠানো-নামানো ও পরিবহনের কাজে নিয়োজিত কর্মীদের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে শরীরে ধারণযোগ্য ক্যামেরা বা বডি ক্যামেরা ব্যবহারের সুপারিশ করে কমিটি। দায়িত্ব পালনের সময় এসব ক্যামেরা চালু রাখা, ধারণ করা ফুটেজ নির্ধারিত সময় পর্যন্ত সংরক্ষণ এবং প্রয়োজনে তদন্তে ব্যবহারের ব্যবস্থা রাখার প্রস্তাব রয়েছে।

ক্ষতিগ্রস্ত লাগেজ শনাক্তে বিশেষ ব্যবস্থা : লাগেজে ক্ষতির চিহ্ন পাওয়া গেলে তা নথিবদ্ধ করতে



নির্ধারিত স্টিকার, নিরাপত্তা সিল বা ট্যাগ ব্যবহারের সুপারিশ করে কমিটি। সুপারিশ অনুযায়ী, উৎপত্তিস্থল বা ট্রানজিট বিমানবন্দরে কোনো লাগেজ ছেড়া, খোলা, ক্ষতিগ্রস্ত কিংবা পুনরায় প্যাক করা অবস্থায় পাওয়া গেলে চূড়ান্ত গন্তব্যে পৌঁছানোর আগেই সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইনসকে জানাতে হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী গন্তব্য বিমানবন্দরের কর্তৃপক্ষকেও আগাম তথ্য দিতে হবে। এ জন্য ক্ষতিগ্রস্ত লাগেজের ছবি ই-মেইলে পাঠানো, ক্ষতির ধরন নথিবদ্ধ এবং ব্যাগে ড্যামেজ স্টিকার, নিরাপত্তা সিল বা ট্যাগ লাগানোর প্রস্তাব রয়েছে। এতে লাগেজটি কোন অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল, তার প্রমাণ সংরক্ষণ করা সহজ হবে।

অবস্থানসংক্রান্ত তথ্য পাওয়া এবং ভুল গন্তব্য চলে যাওয়ার ঝুঁকি কমানো সম্ভব। সুপারিশে বলা হয়, শাহজালাল বিমানবন্দরে লাগেজসংক্রান্ত অভিযোগ যাত্রীদের ভোগান্তির পাশাপাশি বিমানবন্দরের সেবার মান ও নিরাপত্তাব্যবস্থার ওপরও প্রভাব ফেলে। ৩৬টি এআই ক্যামেরা স্থাপন এবং তদন্ত কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়িত হলে লাগেজ ব্যবস্থাপনায় নজরদারি বাড়ানোর সুযোগ তৈরি হবে। তবে শুধু ক্যামেরা স্থাপন যথেষ্ট নয়। সেগুলোর কার্যকারিতা, তথ্য সংরক্ষণ, অভিযোগ তদন্ত এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়াও নিশ্চিত করতে হবে।

অভিনেত্রীর বিস্ফোরক অভিযোগ

বিনোদন ডেস্ক
সম্প্রতি কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) মাধ্যমে অভিনেত্রী জাহ্নবী কাপুরের ছবি রোম্যান্টিক গানের দৃশ্যে বিকৃত করে উপস্থাপন করা হয়েছে। যা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। এবার একই অভিযোগে ফুসে উঠলেন ‘দৃশ্যম’ অভিনেত্রী শ্রিয়া সরণ। গ্ল্যামার দুনিয়ার তারকারা ডিপফেক-এর শিকার হচ্ছেন। তাদের ছবি-ভিডিও নিয়ে



যত্রতত্র যৌনতা সংক্রান্ত কনটেন্টে ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে তারকাদের। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে শ্রিয়া জানান, কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহার করে তারও একাধিক বিকৃত ছবি তৈরি করা হয়েছে। অভিনেত্রীর কথায়, এ ধরনের অশ্লীল ঘটনার সব থেকে বেশি শিকার হন নারীরাই। যার ফলে সোশ্যাল মিডিয়ায় নারীদের শরীরের বিভিন্ন অংশ নিয়ে নানা কুরুচিকর চর্চা চলে। শ্রিয়ার কথায়, ‘বিশ্বটা কখনও কখনও হাস্যকর মনে হয়। অনেক সময় তো বুঝতেই পারি না, ছবিটা আদৌ আমার কি না? শরীরের বিভিন্ন অংশ বিকৃত করে দেওয়া হচ্ছে। কখনও স্তনের আকার পালটে দিচ্ছে, কখনও ছবিতে থাকা অন্তর্বাস উধাও হয়ে যাচ্ছে, আবার কখনও নিত্যধের আকার বড় করে দেওয়া হচ্ছে।

বিচ্ছেদ গুঞ্জন নিয়ে এখনো নীরব সাবিলা নূর, শোবিজে তোলপাড়



‘সিংহ একা চলে, দল বেঁধে চলে ভেড়া’ কেন বললেন পূজা চেরি

বিনোদন ডেস্ক
নতুন সিনেমার শুটিং-অভিনয়ের খবরে নেই পূজা চেরি। তবে সামাজিক মাধ্যমে রয়েছেন বেশ সক্রিয়। প্রতিনিয়ত নতুন নতুন ফটোগুটের ছবি শেয়ার করেন, সঙ্গে জুড়ে দেন নতুন নতুন বার্তা। গত সোমবার সন্ধ্যায় সামাজিক মাধ্যম ফেসবুকে প্রায় এক ডজন ছবি পোস্ট করেছেন পূজা। তাতে দেখা গেল, নীল কুর্তি আর সাদা প্যাণ্টে সজেছেন অভিনেত্রী। কোনো ভবনের ছাদ বারান্দা থেকে রাতের আলোয় ধারণ করেছেন ছবিগুলো। সঙ্গে দিয়েছেন বিশেষ বার্তা। পোস্টে পূজা লিখেছেন, ‘সিংহ কখনো দল বেঁধে চলে না, দল বেঁধে চলে ভেড়ারা।



বিনোদন ডেস্ক :
মা হওয়ার পর শরীরে পরিবর্তন আসা এবং তা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ট্রোলের মুখে পড়েছেন ক্যাটরিনা কাইফ। তার চেহারা নিয়ে চলা এমন আলোচনার জবাবে এবার ক্যাটরিনার পাশে দাঁড়িয়েছেন অভিনেত্রী রাধিকা মদন। তার মতে, নারীদের শরীরের গঠন, ওজন বা রূপ নিয়ে বিচার করার প্রবণতা সমাজে এতটাই গড়ে বসেছে যে, সাধারণ মেয়ে থেকে শুরু করে প্রতিষ্ঠিত তারকা,

কেউই তা থেকে বাদ পড়েন না। অভিনয় জীবনের বিভিন্ন সময়ে নিজেকেও এই বাজে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে বলে জানান তিনি। ‘পটাখা’ চলচ্চিত্রের চরিত্রের প্রয়োজনে প্রায় ১৫ কেজি ওজন বাড়িয়েছিলেন রাধিকা। পরবর্তী সময় ‘শিদ্দত’ ও ‘আংরেজি মিডিয়াম’ সিনেমায় অভিনয়ের সময় সেই বাড়তি ওজন কমানোর প্রক্রিয়া শুরু করেন। অভিনেত্রীর ভাষ্যমতে, সে সময় তাকে শুনতে হয়েছিল যে অতিরিক্ত মোটা হয়ে গেলে তিনি

নারীর শরীর নিয়ে সমাজের প্রত্যাশা কখনো শেষ হয় না: রাধিকা মদন

কীভাবে মূল নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করবেন! পরপর কাজ ও দ্রুত ওজন কমানোর শারীরিক চাপে একপর্যায়ে তিনি অতিরিক্ত রোগা হয়ে পড়েন। শেষমেশ শারীরিক সুস্থতার অবনতি হওয়ায় বাধ্য হয়ে কাজ থেকে কিছুদিনের বিরতি নেন রাধিকা। এই অভিজ্ঞতা থেকেই শরীর নিয়ে তার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যায়। রাধিকা উপলব্ধি করেন, একসময় তাকে যেমন মোটা বলা হয়েছে, তেমনই ওজন কমানোর পর আবার অতিরিক্ত রোগা হওয়ার কারণেও কটাক্ষ শুনতে হয়েছে। অর্থাৎ, অন্যর ইচ্ছা অনুযায়ী নিজের শরীর আবার বদলালেও সবাইকে কখনোই সন্তুষ্ট করা সম্ভব নয়। তাই নির্দিষ্ট কোনো শারীরিক অববয় পাওয়ার চেষ্টার বদলে এখন সুস্থ ও স্বাভাবিক থাকাকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন তিনি।

কবে বিয়ে করবেন, জানালেন সুমাইয়া হিমি

বিনোদন ডেস্ক
ছোট পর্দার অভিনেত্রী জন্মাতুল সুমাইয়া হিমি। ক্যারিয়ারের শুরুতে কয়েকটি ধারাবাহিক নাটকে অভিনয় করলেও পরবর্তী সময়ে একক নাটকেই বেশি মনোযোগী হন তিনি। সম্প্রতি আবারও ধারাবাহিকে ফিরেছেন এই অভিনেত্রী। তানভীর তনুয় পরিচালিত ‘প্রথম প্রেমের গল্প’ ধারাবাহিকে দেখা যাবে তাকে। অভিনয়ের ব্যস্ততার পাশাপাশি সম্প্রতি নিজের বিয়ে নিয়েও কথা বলেছেন হিমি। সম্প্রতি একটি গণমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বিয়ে প্রসঙ্গে অভিনেত্রী বলেন, আমার মা-বাবা সবসময় আমার বিয়ে নিয়ে স্বাধীনতা দিয়েছেন। কারণ, বিয়ে তো ভাগ্যের ব্যাপার। আল্লাহ তাআলা কার ভাগ্যে কী লিখে রেখেছেন, তা তো আমরা জানি না। হিমি আরও বলেন, আমি সত্যিই খুব ভাগ্যবান। বাসা থেকে বিয়ে নিয়ে কখনো চাপ দেওয়া হয় না। গত ৪ অক্টোবর ছিল এই অভিনেত্রীর জন্মদিন। নতুন কাজ ও অভিনয়ের ব্যস্ততার মধ্যেই সময় কাটছে তার। এদিকে দীর্ঘ বিরতির পর আবারও ধারাবাহিক নাটকে অভিনয় করছেন হিমি।



অভিষেককে টপকে সাহিবজাদা ফারহানের বিশ্বরেকর্ড

স্পোর্টস ডেস্ক
পাকিস্তানের পূর্ণকালীন টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পাওয়ার পর প্রথম সিরিজেই ব্যাট হাতে নিজের সামর্থ্যের প্রমাণ দিলেন সাহিবজাদা ফারহান। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে টানা তিনটি অর্ধশতক হাঁকিয়ে গড়েছেন নতুন বিশ্বরেকর্ড। এই কীর্তিতে ভারতের মারকুটে ওপেনার অভিষেক শর্মাকে পেছনে ফেলেছেন পাকিস্তানের এই ডানহাতি ব্যাটার। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ঘরের মাঠে তিন ম্যাচে ৭৯.৩৩ গড় এবং ১৬৫.২৭ স্ট্রাইক রেটে মোট ২৩৮ রান করেছেন ৩০ বছর বয়সি ফারহান। এর আগে আইসিসির পূর্ণ সদস্য দেশগুলোর মধ্যে তিন ম্যাচের দ্বিপক্ষীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজে সর্বোচ্চ

রানের রেকর্ড ছিল অভিষেকের। চলতি বছর আফগানিস্তানের বিপক্ষে ভারতের মাটিতে তিন ম্যাচের সিরিজে ৭৬.৩৩ গড়ে ২২৯ রান করেছিলেন তিনি। এবার সেই রেকর্ড নিজের করে নিলেন ফারহান। সিরিজের প্রথম ম্যাচেই ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে নিজের আগমনী বার্তা দেন পাকিস্তানি ওপেনার। ৫৩ বলে ১০টি চার ও চারটি ছক্কার সাহায্যে ৮৯ রান করেন তিনি। তার দুর্দান্ত ইনিংসে ভর করে ১৮৩ রানের লক্ষ্য পেরিয়ে ৪ উইকেটের জয় তুলে নেয় পাকিস্তান। দ্বিতীয় ম্যাচেও ফারহানের ব্যাট ছিল সমান উজ্জ্বল। মাত্র ৪৪ বলে ৭৩ রান করেন তিনি। তার এই ইনিংসের সুবাদে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে ২১৫ রানের বড় সংগ্রহ দাঁড় করায় পাকিস্তান।



কবে অবসর নেবেন, জানিয়ে দিলেন সিকান্দার রাজা

স্পোর্টস ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ক্যারিয়ারের শেষটা স্মরণীয় করে রাখতে চান জিম্বাবুয়ের অধিনায়ক সিকান্দার রাজা। ২০২৭ সালে নিজেদের মাটিতে ওয়ানডে বিশ্বকাপ খেলার সুযোগকে জীবনের বিশেষ প্রাপ্তি হিসেবে দেখছেন ৪০ বছর বয়সি এই অলরাউন্ডার। ক্যারিয়ারের শেষ পর্যায়ে এসে ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ খেলার সুযোগ পাওয়া তার জন্য আশীর্বাদের মতো, এমনটাও জানিয়েছেন তিনি। গত মঙ্গলবার (১৩ অক্টোবর) ‘সিক্সআর’ নামের একটি মোবাইল ক্রিকেট গেমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নিজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা জানান রাজা। তিনি বলেন, বিশ্বকাপ খেলে ক্যারিয়ার শেষ করার স্বপ্ন দেখেন অনেক ক্রিকেটার। তার ক্যারিয়ারও এখন শেষের দিকে। এমন সময়ে দেশের মাটিতে বিশ্বকাপে অংশ নেওয়ার সুযোগ পাওয়াটা তার কাছে বিশেষ সম্মানের। রাজার বক্তব্যে ইঙ্গিত মিলেছে, ২০২৭ বিশ্বকাপের পরই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানাতে পারেন তিনি। একই সঙ্গে বিশ্ববাসীর সামনে আফ্রিকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ক্রিকেটপ্রেমীদের উচ্ছ্বাস ও স্থানীয় সংস্কৃতি তুলে ধরার প্রত্যাশাও ব্যক্ত করেছেন জিম্বাবুয়ের অধিনায়ক। বিশেষ করে জিম্বাবুয়ের আতিথেয়তা ও পরিবেশের অভিজ্ঞতা পর্যটক ও ক্রিকেটপ্রেমীদের দীর্ঘদিন মনে থাকবে বলে বিশ্বাস তার। ২০২৭ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপ দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবুয়ে ও নামিবিয়ায় অনুষ্ঠিত হবে। জিম্বাবুয়ের লিগ পর্বের



সর্বকালের সেরা কে, জানালেন বিশ্বকাপজয়ী তারকা

স্পোর্টস ডেস্ক
ফুটবল ইতিহাসের সর্বকালের সেরা তারকা বেছে নিলেন বার্সেলোনার সাবেক ফরোয়ার্ড



পেদ্রো রদ্রিগেজ। তার দৃষ্টিতে সর্বকালের সেরা ফুটবলার আর্জেন্টিনার সাবেক তারকা লিওনেল মেসি এবং ক্যারিয়ারে সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলা কোচ হিসেবে পেপ গার্ডিওলা। স্প্যানিশ ক্রীড়াভিত্তিক সংবাদমাধ্যম মুন্দো দেপোর্তিভোকে দেওয়া এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে স্পেনের হয়ে বিশ্বকাপজয়ী ফরোয়ার্ড এই তথ্য জানান। ৩৯ বছর বয়সী এই স্প্যানিশ তারকা আরও উল্লেখ করেন, ফুটবল ক্যারিয়ারের মাধ্যমে তিনি যাদের সান্নিধ্য পেয়েছেন, তাদের মধ্যে সার্জিও বুসকেটস ছিলেন অন্যতম সেরা।



মেসিকে ছাড়িয়ে কেইনের রেকর্ড, সামনে আছেন শুধু রোনালদো

স্পোর্টস ডেস্ক
চ্যাম্পিয়ন্স লিগে জয় না পেলেও ব্যক্তিগত অর্জনে উজ্জ্বল হ্যারি কেইন। নরওয়ের ক্লাব ভাইকিংয়ের বিপক্ষে ৩-৩ গোলে ড্র করেছে বায়ার্ন মিউনিখ। ম্যাচে জোড়া গোল করে নতুন এক কীর্তি গড়েছেন ইংল্যান্ডের এই তারকা স্ট্রাইকার। ৩০ বছর বয়স পেরিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে গোল করার হিসাবে পেছনে ফেলেছেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা লিওনেল মেসিকে। মঙ্গলবার রাতে ভাইকিংয়ের মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে কেইনের দ্বিতীয় গোলটি তাকে নিয়ে গেছে মেসির ওপরে। ৩৩ বছর বয়সি এই ইংলিশ ফরোয়ার্ড ৩০ বছর বয়সের পর চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ৪০ ম্যাচে করেছেন ৩৬ গোল। অন্যদিকে, একই বয়সের পর ইউরোপের শীর্ষ ক্লাব প্রতিযোগিতায় ৪৮ ম্যাচে মেসির গোলসংখ্যা ৩৫। ২০২৩ সালে বায়ার্ন মিউনিখে যোগ দেওয়ার পর থেকেই চ্যাম্পিয়ন্স লিগে দুর্দান্ত ছন্দে রয়েছেন কেইন। বয়স বাড়লেও তার গোল করার ধার কমেনি। বরং একের পর এক রেকর্ড গড়ে নিজেকে নিয়ে যাচ্ছেন নতুন উচ্চতায়। এবার তার সামনে রয়েছেন করিম বেনজেরা, রবার্ট লেভানডভস্কি ও ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর মতো তারকারা। ৩০ বছর বয়সের পর চ্যাম্পিয়ন্স লিগে গোলের হিসাবে বেনজেরার সংগ্রহ ৩৭, লেভানডভস্কির ৬৪ এবং রোনালদোর ৬৮। মাত্র এক গোল পিছিয়ে থাকায় বেনজেরাকে ছাড়িয়ে যাওয়ার হাতছানি রয়েছে কেইনের সামনে।

সমর্থকদের দুয়ের মধ্যেও ছন্দে ফিরছেন আলভারেস, সিমিওনের কণ্ঠে সন্তুষ্টি

স্পোর্টস ডেস্ক
টানাপোড়েন, দলবদল নিয়ে অনিশ্চয়তা আর সমর্থকদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া-আতলেতিকো মাদ্রিদের জার্সিতে হলিয়ান আলভারেসের সাম্প্রতিক সময়টা ছিল বেশ কঠিন। তবে ধীরে ধীরে সেই পরিস্থিতি কাটিয়ে নিজের চেনা ছন্দে ফিরতে শুরু করেছেন আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড। তার পারফরম্যান্সে সন্তুষ্ট কোচ দিয়েগো সিমিওনে মনে করছেন, সেরা ফর্মের কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন এই তারকা। মঙ্গলবার রাতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে ২-০ গোলে হারিয়েছে আতলেতিকো মাদ্রিদ। ম্যাচটিতে ৭১ মিনিট খেলেন আলভারেস। তাকে মাঠ থেকে তুলে নেওয়ার সময় গ্যালারিতে দেখা যায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া। একাংশের সমর্থক হাততালি দিয়ে তাকে অভিনন্দন জানান, অন্যদিকে কেউ কেউ দুয়োও দেন। দলবদল নিয়ে তার আগের অবস্থানের কথা এখনো ভুলতে পারেননি আতলেতিকোর কিছু সমর্থক। চলতি মৌসুম শুরুর আগে থেকেই আলভারেসকে ঘিরে উত্তপ্ত ছিল দলবদলের বাজার। বার্সেলোনায় যোগ দেওয়ার অগ্রহ দেখিয়েছিলেন ২৬ বছর বয়সি এই আর্জেন্টাইন। তবে তাকে ছাড়তে রাজি ছিল না আতলেতিকো কর্তৃপক্ষ। বিশেষ করে কোচ সিমিওনে তাকে ধরে রাখার ব্যাপারে ছিলেন অনড়। শেষ পর্যন্ত মাদ্রিদেই থেকে যেতে হয় আলভারেসকে।



কমা নিয়ে ধর্মঘট থেকে রুশ বিপ্লবের সূচনা

মিতা হক

কমা, সেমিকোলন ও দাঁড়ি বসানোর কাজের জন্য পারিশ্রমিক চেয়ে ধর্মঘটে গিয়েছিলেন রাশিয়ার মস্কোর মুদ্রণকর্মীরা। ১৯০৫ সালের এই ধর্মঘট পরে দেশজুড়ে শ্রমিক আন্দোলন ও রাজনৈতিক প্রতিবাদ ছড়িয়ে দিতে ভূমিকা রাখে। সে সময় মুদ্রণকর্মীদের অক্ষর সঠিক ভঙ্গিতে পারিশ্রমিক দেওয়া হতো। কিন্তু বিরামচিহ্ন বসানোর জন্য আলাদা টাকা দেওয়া হতো না। মুদ্রণকর্মীদের দাবি ছিল, অক্ষরের মতো বিরামচিহ্ন বসাতেও সময় ও শ্রম লাগে। তাই এর জন্যও পারিশ্রমিক দিতে হবে। মস্কোর একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের এই ধর্মঘট পরে রেলশ্রমিকদের ধর্মঘটে রূপ নেয়। তা ছড়িয়ে পড়ে সাধারণ ও রাজনৈতিক আন্দোলনে। ১৯০৫ সালে রুশ সাম্রাজ্যজুড়ে কৃষক, শ্রমিক ও সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল। এই আন্দোলন শেষ পর্যন্ত জারতান্ত্রিক স্বৈরশাসনের পতন এবং সাংবিধানিক শাসন প্রতিষ্ঠার পথ তৈরি করে। এক শতাঙ্গীরও বেশি সময় পর সেই ঘটনাকে ‘কমা ধর্মঘট’ নামে স্মরণ করা হচ্ছে। বিরামচিহ্নের পারিশ্রমিকের মতো শ্রমিকদের একটি ছোট দাবি কীভাবে বড়ো রাজনৈতিক আন্দোলনের অংশ হয়ে উঠেছিল, এই ঘটনাই তার উদাহরণ।



উত্তরহীন রাতের প্রহরী

নিদ্রাহীনতা বড় ভয়ানক এক ব্যাধি– যে ব্যাধির কোনো দৃশ্যমান ক্ষত নেই, তবু প্রতিটি নিশীথে তা নীরবে রক্তক্ষরণ ঘটায় হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে। নিদ্রাহীন রাতেরও একজন সঙ্গী থাকে– কখনো দীর্ঘশ্বাস, কখনো অশ্রু, কখনো বা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে স্থির হয়ে তাকিয়ে থাকা দুটি নিঃশব্দ চোখ। আর সেই রাতের এক প্রান্তে– একজন পিতা। উত্তরহীন রাতের প্রহরী রবীন্দ্রসুরে মঞ্চে ফুটে উঠল বর্ষার বহরূপ সন্তানের ‘ষাছ্যের উন্নতি আর অবনতির দোলাচলে সমস্ত পৃথিবী আজ দুলছে অনিশ্চয়তার দোলনায়। ঘুমিয়ে আছে চারপাশ। ঘুমিয়ে আছে নগর, ঘুমিয়ে আছে পৃথিবী– শূন্যতার অবগাহন আর হাজারও প্রশ্নের তীর জানালার লোহার খিলের ফাঁক গলে বিধিধো নক্ষত্রলোক আর আকাশমণ্ডলীকে– যেনো প্রশ্নের আড়াল আজ নিরন্তর। অবসাদ আর মানসিক যন্ত্রনা যখন প্রতিটা গ্রাসে চিরিয়ে খেতে চায় নিকষ কালো এই রাতকে, তখনই পৃথিবী আলোকমান্নান করে– অথচ তখনও প্রশ্নেরা উত্তর সন্ধানী... ওই নীরব আকাশের ওপারেই যে লুকিয়ে ছিলো সমস্ত প্রশ্নের উত্তররা...

ঐ আকাশ কি তবে বুক চিরে পৃথিবীকে আলোকমান্নান করিয়ে, উত্তরহীন আড়াল হলো ব্যস্ত নগরীর ধোয়াশায়!!!

ঢাকা : রবিবার ১৮ অক্টোবর ২০২৬ ইং

নৈঃশব্দের বিরুদ্ধে

হামিম কামাল

পৃথিবীর সমস্ত দেশেরই প্রায়, স্বাধীনতার ইতিহাস নিয়ে একাধিক ভাষাধারা, চিত্রধারা, দৃষ্টিকোণ, বর্ণনা-অনুক্রম ও বর্ণনান্তর আছে। দুটি মানুষ একই ঘটনা দেখে যদি পরমহুর্তও বর্ণনা করে, তাদের বক্তব্যের ভেতর থেকে আলাদা গল্প, দৃষ্টিকোণ, চরিত্রের রূপ, কার্যকারণ উঠে আসবেই। কারণ মানুষ যখন কোনো একটি ঘটনা তার মনে সংরক্ষণ করতে চায়, মনের করণকৌশল তার অতীতস্মৃতি, শিক্ষা, দীক্ষা, মনোভাব, বিচরণের সাহায্য নেয়। মানুষকে একই গ্রন্থ পড়়ে শিক্ষা দুরকম হতে পারে, একই গুণ্ডর অধীনে থেকে দুজন দীক্ষিতের বোঝাপড়া দুরকম হতে পারে। ওদিকে অতীত স্মৃতি আলাদা, সর্বোপরি। অতএব মানুষ যদি ইতিহাস বর্ণনা করে–দেখা ইতিহাস তার ব্যক্তিগত স্মৃতিনির্ভর হয়ে যায়। শোনা ইতিহাস অপর কারো প্রত্যক্ষ করা ইতিহাসের বিকল্প সংস্করণ হয়ে ওঠে। তাহলে এক ধরনের গড় ভাষাধারা কখন দাঁড়ায়? এটা দাঁড়ায় ইতিহাসের সরলীকরণের প্রয়োজনে। এবং ইতিহাসের সরলীকরণ এক ধরনের প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া। তবে প্রাকৃতিক সব প্রক্রিয়া যেমন জীবনবান্ধব নয়, এও তেমনই। ইতিহাসের সরলীকরণ কখনো মানুষের মুখে মুখে, শ্রুত ইতিহাসের ধারায় স্নাত হতে হতে ক্ষয় পেতে পেতে ঘটে। কখনো আবার তাকে চেষ্টায় তৈরি করা হয়। চেষ্টাকৃত সরলীকরণ কখনো কোনো বঁাকা উদ্দেশ্য ছাড়া হচ্ছে বলে আমার জানা নেই। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অনেক ভাষাধারাকে সরলীকরণের ডাকে বিপথে নিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এতে রাজনৈতিক দলগুলো সাময়িক সুবিধা পেলেও সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সাধারণ মানুষ। কেননা সাধারণ মানুষের পথপ্রদর্শকের নাম গল্প। মানুষের সত্য গল্প নষ্ট হয়েছে। মানুষের গল্প নষ্ট করে দিয়ে তাকে ঐতিহাসিকভাবে, ঐতিহ্যগতভাবে, মূল্যবোধের জায়গা থেকে, স্বপ্ন ও পরিকল্পনার জায়গায় থেকে নিঃশ্ব করে দেওয়া যায়।

একটি যুদ্ধভিত্তিক, প্রায় আত্মজৈবনিক লেখা নিয়ে আজ আলোচনা করব। ইমদাদুল হক মিলনের ‘আমার যুদ্ধ’ লেখাটি আমার কাছে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে প্রচলিত সর্বব্যাপী ভাষাধারার, চিত্রধারণার কিছুটা বাইরের রচনা বলে মনে হয়েছে এবং এই ভিন্নতা মানুষের স্বার্থে কাজে আসবে, বিপক্ষে নয়। ‘আমার যুদ্ধ’ মুক্তিযুদ্ধে যে ভাষাধারার সন্ধান দেয় সেখানে মানুষের গড়গল্প আরো বেশি বিচিত্রমুখী। উপন্যাসের বক্তা ‘ধলার’ চোখে দেখা মুক্তিযুদ্ধ কোনো রাজনৈতিক দলের বর্ণিত মুক্তিযুদ্ধ নয়। নিছক বলশালী ও দুর্বলের ভেতরকার অসম যুদ্ধ হিসেবেও বর্ণিত হয়নি। এখানে তাত্ত্বিকভাবে এসেছে ‘মানুষের যুদ্ধের’ কথা ও স্মৃতি, গল্প ও বোঁক, বাদ্য নিশান ও সংগীত। পক্ষপাত আছে, কিন্তু সং-অসং, পক্ষ-বিপক্ষ, সাদা-কালোর সরল দ্বিপাক্ষিকতা সেখানে নেই। বরং আছে মূল্যবোধের সংঘাত। আমি যার বিপক্ষে লড়াছি সেই শুধু এখানে মূল্যবোধের প্রশ্নে পিছিয়ে নেই। আমি যার হয়ে লড়াছি, তারও কিছু মানবিক ঋলন ঘটছে না এমন নয়। মানুষের যুদ্ধের এটাই প্রকৃত রূপ। এই রচনার ভাষার কাছে আমার কিছু দাবি আছে। কিন্তু গল্পের সত্যতার কাছে কোনো দাবি নেই। আমাদের জ্যেষ্ঠ কথাসাহিত্যিকদের হাতে ভাষাসম্পদে এগিয়ে থাকা মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক অনেক লেখা সৃষ্ট হয়েছে, ভাষার দাবি আমার মনেটোছে, দৃঢ় শব্দবন্ধ, মাত্রাসিদ্ধ বাক্য এবং সমৃদ্ধ দৃশ্যকল্পে আমরা পেয়েছি। তবে যুদ্ধের আণবিক স্তরে মূল্যবোধশূন্যতার যে মহাবিরতনীয় লড়াই, তার আভাস আমরা খুব কমই পেয়েছি। তাই আমাদের গল্পগুলোর মধ্য দিয়ে নানান কোণ থেকে অতীতকে দেখার ও এই উপমহাদেশের মানুষকে বোবার শক্তি আমরা পেয়েও হারিয়েছি বারবার। এবং এর ফলে সাধারণ মানুষ ক্রমশঃ শক্তিহীন হয়েছে। এবং সাধারণ মানুষের এই শক্তিহীনতার সুযোগে প্রতিটি কালপর্বে নব্য ক্ষমতাসীন এসে ইতিহাস বদলে দিতে চেয়েছে, খানিক পারেনি। পরের প্রজন্মকে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছে, অনেকটা পেরেছে। ফলে স্বাধিকার আন্দোলনের ইতিহাসকে জনযুদ্ধ, গণমানুষের ইতিহাস হিসেবে চিহ্নিত করতে না পারার যা যা ক্ষতি তার

সবই আমরা বহন করছি। আমরা সরল দ্বিপাক্ষিকতা সৃষ্টি করছি। এমন অবস্থান যুদ্ধ চলাকালেও কাজে আসে না, আর যুদ্ধ শেষ হলেও তো নয়ই। তেমন রাজনৈতিক দলগুলোরই এটা সাময়িক কাজে এসেছে যে দলগুলো কেবল মুক্তিযুদ্ধই নয়, উপমহাদেশের ইতিহাসকে দলীয় স্বার্থে কখনো হাতিয়ার, কখনো বর্ম বানাতে চেয়েছে। পৃথিবীর সমস্ত স্বাধীন দেশের ইতিহাসে এমন একাধিক রাজনৈতিক দল ও তাদের সৃষ্ট স্বতন্ত্র ভাষাধারার সন্ধান পাওয়া যাবে। ইমদাদুল হক মিলন তাঁর প্রায় সকল রচনায় বৃহত্তর মানুষের বোঝাপড়ার গুণ্ডির ভেতর থাকতে চেয়েছেন। তাঁর চাওয়া সফল হয়েছে। কিন্তু তৃপ্ত করেনি তাঁকে, বা তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীদের।



সৃষ্টিশীলতার অতৃপ্তি নয়। তাঁর লেখা চলমান, এর অর্থ সৃষ্টিশীলতার অতৃপ্তি তাঁর আছে। বলছি চেষ্টার স্বীকৃতি নিয়ে তাঁর অতৃপ্তির কথা। তিনি ব্যাখ্যার জন্য দাঁড়িয়েছেন কম। গল্পে চেউ উঠেছে বড়ো। গল্পপ্রিয় মানুষ দোল পেয়েছে। তাঁকে ভালো না বেসে পারেনি। তিনি শব্দ সৃষ্টিতে দাঁড়িয়েছেন অল্পক্ষণ। ভাব সৃষ্টি করেছেন অফুরন্ত। দেশের ভাবপ্রিয় মানুষ তাঁকে ভালোবেসে দায় শোধ করেছে। গড়-মানুষ কিন্তু বেশি শব্দ ব্যবহার করে না। এতে করে তাদের ভাবের জগৎ ক্রমে সংকুচিত হয়ে যেতে থাকে। মিলন সেই ভাবের সংকোচন থেকে মানুষকে রক্ষা করতে চেয়েছেন, মানুষ তখন পর্যন্ত তাঁর কাছে ঋণী থাকতে থেকেছে। কিন্তু যখনই সীমায়িত শব্দের ক্ষতি যখনই ঘুরপথে এসে তাঁকে আঘাত করল, সীমায়িত ব্যাখ্যার বাণ যখনই ছুটে এসে তাঁকে আহত করল, পাঠক তাঁর ঢাল হলো না। বৃহত্তর গড় মানুষের মানসিকতার ভেতর এটা জলসুলভ বৈশিষ্ট্য আছে। জল মহাদ্রাবক, সে সবকিছুকেই গ্রহণ করে। অমৃত ও বিষ তার কাছে সমান, তাই একইসঙ্গে সে জন্ম ও মৃত্যুর ধারক। মানুষের যে অন্ধ আদিম বিবর্তনীয় চালিকা বিজয়ীর পূজা করে আর আর্তকে পরিত্যাগ করে তা সেই দ্রবণধর্মের সেই হলো কালো দিক, মরণের দিক। গড় মানুষের ধারণক্ষমতা যা, মিলনের দেবার ক্ষমতা তার উর্ধ্বে ছিল। ‘আমার যুদ্ধ’ সত্যতার শক্তিতে অমিত শক্তিদ্বর এক লেখকের ক্ষমতা কথা ব্যক্ত করে। একইসঙ্গে সাধার যোড়ার মুখে লগ্নাম পরিণে রাশ টেনে রাখা লেখকের ব্যথাও ব্যক্ত করে। ব্যাখ্যায় নদীপথ যদি বাঁধা করা থাকত, তাহলে গল্প গল্পের সমুদ্রে বিলীন হয়ে যাওয়ার পরও সেই

আমীরুল, আর ফোটাবেন না ছড়ার হুল...



যে চিঠি কখনো পড়েনি দেবী

সাহিত্য ডেস্ক :

আশা করছি ভালো ও সুস্থ আছো। যদিও ভালো থাকাটা কেবলই সংজ্ঞায়। নির্জনতা ও একাকীত্বে আমরা কেউ ভালো নেই। প্রত্যেকেরই একেকটা বিশাল দুঃখের সমুদ্র আছে। সেই সমুদ্রের পরিধি এটাইই সীমানাহীন যে বর্ণনা করাও অসাধ্য। চাঁদের বলমলে আলো যখনই আমাদের নিজস্ব দুঃখের সমুদ্রে প্রতিফলিত হয়, তখনই আমরা পূর্বের থেকে আরও বেশি ভালো থাকার অভিনয় করি। তুমি সাহিত্যের শিক্ষার্থী, এই মেটাফোর আরও ভালো বোঝো!

এমন সমুদ্র আমরাও আছে। যখন পঞ্চমীর চাঁদের আলো আমার এই সমুদ্রে প্রতিফলিত হয়, তখন আমি দিকভ্রান্ত হয়ে যাই। ছন্দপতন ঘটে। মাঝামুঠে দিক হারানো নাবিকের মতো উদ্ভ্রান্ত হয়ে ভালো থাকার সন্ধান করি। তখন কেবলই মনে হয় ‘আমার হারানোর কিছুই নেই, তবুও বুঝি নিঃশ্ব হয়ে যাছি’। এই সময়গুলোতে প্রারু গান শুনি, কবিতা ও সাহিত্য পড়ি, সিনেমা দেখি, ভ্রমণ করি এবং তোমাকে লিখি। খুয়লে করে দেখেছি, তোমাকে লিখতে বললেই আমার সমস্ত ক্লান্তি, গ্রানিকর অনুশোচনা ও অপ্রকাশিত দুঃখের ডেউ বিলীন হয়ে যায়। অনিন্দ্য সুন্দর সুর ভেসে ওঠে হৃদয়ে। বারংবার তীব্র বাসনায় তোমায় দেখতে ইচ্ছে করে; নয়নাভিরাম গোল গোল দুটি চোখের ভাষা বুঝতে ইচ্ছে করে। ফলে আমার সব অস্থায়ী চিন্তা, অতিরিক্ত ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং বার্থতার অগ্নিম দুশ্চিন্তা ও নানান ভাবনার অস্থিরতা নিমিষেই দূর হয়ে যায়। তোমাকে নিয়ে চিন্তাগুলো আমার মনে গভীর কাব্যিক অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে। তোমার ব্যক্তিত্বের প্রতিটা দিক যেন এক একটি চিন্তামূক শব্দচয়ন, যার সারমর্ম আমার আবেগের সমুদ্রে ডেউ তোলে। কতটা পথ হাঁটলে একজন মানুষ সত্যিকারের পথিক হয়, তা আমি জানি না। তবে এইটুকু বলতে চাই, বহু মানুষের ভিটে আমি সবসময় তোমার সঙ্গ কামাা করি যে সঙ্গ কেবল হানি না। আমরা পথ চলায় নয়, বরং মনশীল আদান-প্রদানে সমৃদ্ধ হয়। ইচ্ছে হয়, শাস্ত্র, মনোরম পরিবেশে তোমার সঙ্গে কিছুক্ষণ বসি। তোমারা প্রাণবন্ত হাসিতে চারপাশ মুখরিত হয়ে উঠলে সেই মুহূর্তগুলি যেন আরও রঙিন হয়ে ওঠে। হাজারো গুণের মাঝে তোমার প্রত্যেক তত্ত্বেরে আলোটিই আমার কাছে সবচেয়ে বেশি উজ্জ্বল মনে হয়, যে আলোটা দেখার জন্য মনের গভীর দৃষ্টি প্রয়োজন।

এমন আন্তরিক মুগ্ধতা নিয়ে কে না মেতে থাকতে চায়?

আমি চাই, এবং এই মুগ্ধতা চিরকাল বজায় থাকুক!

কারণ, তুমি আমার অর্ধেক আনন্দ, অর্ধেক বেদনা।

অর্ধেক কষ্ট, অর্ধেক সুখ। অর্ধেক নারী, অর্ধেক ঈশ্বরী!

অবশ্য এক রাতে তোমাকে নিয়ে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি। স্বপ্ন যে মানুষের মনোজগতে কী পরিমাণ প্রভাব ফেলে সেটা আন্দাজ করতে পারছি। আক্ষপাত হচ্ছে এবং একইসঙ্গে অভিমানও হচ্ছে। স্বপ্নের যদি বাস্তব অন্তিত্ব থাকত। বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী কার্ল জুং-এর কালেক্টিভ আনকনসাস তত্ত্ব অনুযায়ী, মানবমন একটি সার্বজনীন স্তরে সংযুক্ত। অনেক সময় কাজের মানুষদের অবচেতন মন একই ধরনের আবেগে প্রভাবিত হয়ে, তারা আমার মতো প্রতীকী স্বপ্ন দেখতে পারেন। কিন্তু তোমার মনে অবচেতনভাবে আমার জন্য কী ধরনের আবেগ উল্লেলিত হয় সেটা আমার জানার কথা না। আমাদের মধ্যে ল অব আট্রাকশনে অনেক মিল থাকলেও আমরা দুজনই দুই মেরুর মানুষ। আমাদের দেখা হয় না, ঘটনার পর ঘটনা কথা হয় না, কিন্তু আমাদের চিন্তা এক, হাসির ছন্দ এক, দুজনই শান্তি প্রিয় মানুষ, দুজনই বিনয়ী কাউকে কষ্ট দিতে জানি না। আমাদের হাসির আড়ালে অনেক অভিযোগ থাকলেও আমরা সেটা প্রকাশ্যে করি না। আমরা জীবনের সমস্ত কিছু মেনে নিয়ে দিবি হাসিমুখ নিয়ে চলি যেন কিছুই হয়নি। কিছুই হওয়ার নয়। আমরা মানুষকে ভালোবাসতে জানি কারণে-অকারণে। স্বার্থপরতার কোনো স্থান নেই আমাদের মধ্যে। নিজের স্বার্থের জন্য আমরা কিছুই করি না। মানুষকে যতটা প্রাণান্ত দেওয়া যায়, যতটা উপকার করা যায় সেভাবেই করি। এদিকে আমার ফুল ভালো লাগে, বাগান ভালো লাগে, প্রকৃতি ভালো লাগে, নির্জনতা ভালো লাগে, আঁকতে ভালো লাগে, সাহিত্য ভালো লাগে, রবীন্দ্রনাথের গান ভালো লাগে, বই পড়তে ভালো লাগে, নতুন কিছু সৃষ্টি করতে ভালো লাগে, ভালো লাগে যখন তুমি লাল শাড়ি পরে চোখে কাঁজল দিয়ে, কপালে চিপ দাও। আরো ভালো লাগে যখন তুমি প্রাণ খুলে হাসো, মনে হয় যেন আমি হাসছি, তখন তোমার মধ্যে আমি নিজেকে খুঁজে পাই। আবার মনে হয় শাড়ি, ব্রাউজ, কাঁজল পরলে কী আমাকে তোমার মতো লাগবে? তোমাকে দিয়ে কী আমাকে বদল করা যাবে? এসব ভেবে আনন্দে হাসি। কী সব উদ্ভট চিন্তা মাথায় ঘুরপাক খায়।

শফিক হাসান

তাকে শিশুসাহিত্যিক বললে ঠিক মন ভরে না, কোনো না কোনোভাবে ছড়াকার শব্দটা উচ্চারণ করতেই হয়, নইলে যে পরিচয় পূর্ণতা পায় না। ‘ভুল’ পরিচয় দেওয়া হচ্ছে কিনা এমন একটা আশঙ্কা মনে খুঁতখুঁতি সৃষ্টি করে। মৃত্যুর দুইদিন আগে থেকেই ছড়িয়ে পড়া গুজবকে সত্যতা দিতেই হয়তো অবশেষে চলেই গেলেন। কোনো কোনো সেলিগ্টিটির অসুস্থতার সময় মৃত্যুর গুজব ছড়ানোটা যেন নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছিল, এখন মূলধারার গণমাধ্যমও পিছিয়ে থাকছে না। এটা কি কেবল ভিউ বা কাঁটতির লোভে! নাকি ‘সবার আগে খবর দিই’ এমন বেবেদা মাতবর্কের প্রলোভনে?

আমীরুল ইসলাম ভদ্রলোকদের প্রমিত ভাষায় কথা বলতেন না। পুরান ঢাকার টোনে বাতচিৎ যেন তাকে দিয়েছে স্বতন্ত্র পরিচয়। অনেককেই কথায় কথায় সন্ধোধনসূচক ‘মিয়া’ ডাকতেন। তার মুখে যারা ‘আরে মিয়া’, ‘ওই মিয়া’ শুনতেন হৃদ্যতা ও সম্পর্কের উষ্ণতা অনুভব করতেন সহজেই। অবশ্য আমীরুল ইসলাম অজ্ঞাতশব্দ। তাকে পছন্দ করেন না বলতে গেলে এমন মানুষ বিরল। দেশ-মাতৃকার প্রতি নিবেদিত অবস্থান থেকে তার সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক দর্শন ছিল। এই দর্শন অন্যদের সঙ্গে বড়ো কোনো বিরোধ সৃষ্টি করতে না। সহজাত উদারতায় অনেক কিছুই তিনি মেনে নিতেন, মানিয়ে নিতেন। যে তরুণদের তিনি আশ্রয়-প্রশ্রয় দিচ্ছেন এদের একটা অংশের যুগোশ খুলে স্বরূপে আত্মপ্রকাশ হয়তো বাণিত হয়েছেন তিনি। সহজাত উদারতায় সেসব চেপেও গিয়েছেন। কার সঙ্গেইবা বিরোধে জড়াবেন! এসব রূপ-অরূপের অপরূপ শোভাখুলাও তো নতুন নয়। শীর্ষস্থানীয় লেখক হয়েও তরুণদের সঙ্গে ছিল তার আজ্ঞা সখ্য। শহরে, শহরতলিতে, মফস্বলে বা গ্রামে যেখানেই যে থাকুক, কাউও লেখা ভালো লাগলে আমীরুল ইসলাম হুল করে জানাতেন, উত্তরও পেয়েছেন। নম্বর সঞ্জই করা হয়তো বড়ো কোনো ব্যাপার ছিল না। বিভাগীয় সম্পাদকদের কাছ থেকে অথবা পরিচিত মানুষ থেকে সংগ্রহ করতেন। এর বাইরেও অনেক শিশুসাহিত্যিক ও ছড়াকারকে নিয়ে লিখেছেন তিনি। টাউস আকারের বইয়ে সেলোয়া স্থানও পেয়েছে। অজ্ঞারা যেখানে অনুজন্দের লেখকই মনে করেন না, সেখানে আমীরুল ইসলামের স্বগোপ্যাদিত মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি বিরল ঘটনা অবশ্যই। তরুণদের জন্য বিশেষ স্পরণীয়। তার সর্বশেষ কর্মস্থল ছিল চ্যানেল আই। এই টেলিভিশন চ্যানেলের উর্দ্ধতন কর্মকর্তা ছিলেন। বড়ো কর্তার পরিচয়ও তাকে জনবিচ্ছিন্ন করেনি, এলিট শ্রেণিতে পৌঁছে দেয়নি। বরাবরই মাটির মানুষ থেকেছেন। পা ছিল ধূলি-বালি-কাদার উপরেই। তাই তে চারপাশে ছিল তরুণ সাহিত্য-সংস্কৃতিকর্মীদের ভিড়। চ্যানেল আই হয়ে উঠেছিল তরুণদের মিলনস্থল। ঢাকার বাইরে থেকে কেউ একেও তেজগাঁওয়ের দিকে ছুট দেয়। একদিন হিরণ্ময় হিমাত্ত এবং ক তরুণকে প্রশ্ন করেছিলেন, ‘কেন ওখানে বরাবর যাও? কী পাও?’ তরুণ হেসে বলেছিল, ‘আমীরুল ভাই দেখা হলেই ৫০০ টাকা দেন।’ এভাবে অনেককেই নগদ টাকা দিতেন তিনি। যার প্রয়োজন তাকে দিতেন, যার প্রয়োজন নেই তাকেও। অবশ্য অন্য ঘটনায় কেউ কেউ বিব্রতও হতেন। তিনি যেতে ও খাওয়াতে পছন্দ করতেন। এটা নিয়ে তার একটু বিতৃষ্ণ-অভিজ্ঞতাও ছিল। ছড়াকার আদিত্য রুপকে বলেছিলেন, ‘কোনো কোনো মানুষের ছোটোলেগিক চোখে পড়ার মতো। হোটোলে খাওয়া শেষে বিন দেওয়ার সময় এলে আমি ইচ্ছা করেই অনেক সময় নিয়ে হাত ধোয়।’ এমন অভিজ্ঞতা কম-বেশি আঁকেরেই আছে। লেখক ও শিল্পীর অলিখিত জুটি আমীরুল ইসলাম-ঋব এষ। দুজনের পারস্পরিক সম্পর্ক চমৎকার। ঋব এষকে কেন্দ্র করে একধরনের লেখক আড্ডা হয়। ভাই-বোদাদার পারস্পরিক অন্তরঙ্গ সাল্লিধো জমায়েত হোন। আমীরুল ইসলামের প্রকাশিত তিন শতাধিক বইয়ের মধ্যে ‘আড়াইই’ প্রচ্ছদই ঋব এষের রচনা। তবুও কি খেদ যোতো? সময়মতো গ্রহন না পেয়ে একবার তিনি ছড়া লিখে ফেললেন– ‘ঋব কি প্রচ্ছদ আঁকেন না?’ শিরোনামে। আমীরুল ইসলাম ও আদিত্য রুপ যৌথভাবে ছড়াগ্রন্থ

প্রকাশ করেছিলেন। ঋব এষের চিত্রণে। বিজিবিজি আঁকিবুকিতে ভরা। আদিত্য রুপ এটাকে ‘পাগলা আঁকা’ বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। আমীরুল ইসলামের সঙ্গে আমার আজিজ সুপারমার্কেটের প্রথমায় দেখা হয়েছিল শেষবার। ভিজিটর কার্ড চেয়ে নিয়েছিলাম। এমন অনেকেরই কার্ড জমিয়ে রেখেছি। কখনো কোনো কাজে লাগেনি। কার্ড জমাই কিছ বন্ধু জমাই না। বিশেষ করে মৃত্যুর পর। আগামীকাল থেকে আমীরুল ভাইও আমার বন্ধুতালিকায় থাকবেন না। দুর্বৈ স্মৃতি ও বেদনার ভারে ভারাক্রান্ত থাকতে চাই না বলেই মৃত বন্ধুদের তালিকায় রাখি না। ফেসবুক থেকে তারা আমার বুকে চলে আনেন। যেখানে দেখনদারি নেই। তখন আমি ‘স্মরণচিত্র’ ম্যাগাজিনের নির্বাহী সম্পাদক। উত্তঙ্গ প্রকাশন থেকে বের হয় অমণবিশয়ক এই ম্যাগাজিন। ঈদসংখ্যা করা হবে। আমীরুল ভাইয়ের লেখা চাইলাম। তার কাছের এক তরুণ লেখা এনে দিল।



ভাইয়ের হাতের লেখা চাচ্ছকার। গোটা গোটা হরফ। ডাক্তার কিংবা লেখকসুলভ দুর্বোধ্যতা নেই। প্রথম পৃষ্ঠায় তিনি শুরু লেখার শিরোনাম ও নিজের নাম লিখেছেন। শিরোনাম দিয়েছেন– ‘বরাবর নিয়েতে চাই ইতালি, রোম’। প্রথম পৃষ্ঠাটাই ‘নতুন’, মূল লেখাটা ফটোস্টাট। পড়তে পড়তে মনে হলো এটা অন্য কোথাও পড়ছি। সঙ্গে সঙ্গে গুগল সার্চ করলাম। বেরিয়ে এল স্মার্পটিক দেশকাল-এর লিংক! উপস্থাপক কাজান্না ব্রাউনিয়াসহ আরও কাকে কাকে সঙ্গে নিয়ে বিশেষ ভ্রমণে গিয়েছিলেন আমীরুল ভাই। দেশে ফিরে লিখেছেন সেই বৃত্তান্ত। প্রকাশিত লেখা তাই ছাপার প্রশ্নই ওঠে না। সেই তরুণের সামনেই আমীরুল ফাইরে বকাবাদ্য করলাম। আরেকবার লেখা চেনে কল করলাম ভাইদের রেজা সাগরকে। সারার ভাই নিজে হ্যাঁ/না কিছু না বলে বললেন, ‘আমীরুল সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।’ যোগাযোগ করতে গিয়ে দেখলাম, আমীরুল ভাইয়ের নম্বরটা। আমীরুল ভাইয়ের চোটে করতেন। প্রকাশিত নতুন বই নিয়ে বক্তবনে। এখানে আমীরুল ভাইয়ের উপস্থিতি অনিবার্য ছিল। একবার আমাদের এক বন্ধুর সঙ্গে তার ভুল বোঝাবুঝি হয়। বোধকরি ক্যামেরার সামনে প্রচারের জন্য কবিতার বই হাতে দাঁড়িয়েছিল সে। বন্ধু প্রত্যাশিত আচরণ না পেয়ে অপমানিত হয়ে ফিরেছিল বয়রাতলার লিটল ম্যাগাজিন চত্বরে। পরদিন আমীরুল ভাইয়ের কুৎসা রটনা করে কিছু কাগজ ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল স্টলে স্টলে। লিটল ম্যাগাজিন চত্বরে দারুণ উত্তেজনা। কার এত বড়ো সাহস, তরুণ কবির গায়ে হাত তোলেন! ওই কাগজে আমীরুল ভাইয়ের নাম লেখা হয়েছিল ভুল বানানে– আমিরুল ইসলাম। কাগজটা হাতে পেয়ে তিনি মজা করে বলেছিলেন, ‘এটা তাহলে আমি নই!’

পরে এমি ঘটনার সুরাহা হয়েছিল। উভয় পক্ষের কোলাকুলির মাধ্যমে। কিন্তু আমীরুল ইসলাম আর কখনো ছড়ার ছল ফোটাবেন না, এই ‘সুরাহা’ মানতে পারি কীভাবে! ছড়ার ছল বা ফুল সবই যে তার হাতেই চমৎকারভাবে ফোটে...

সম্পাদকীয় সংঘবদ্ধ অপরাধগুলো দমন জরুরি

দেশে চাঁদাবাজি, ছিনতাই, কিশোর গ্যাং এবং মাদক কারবারের মতো সংঘবদ্ধ অপরাধগুলো দমনে বিদ্যমান আইনের দুর্বলতা দূর করে নতুন আইন প্রণয়ন কিংবা কঠোর সংশোধনের যে উদ্যোগ বৃহস্পতিবার নিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিশেষ করে, চাঁদাবাজির শিকার ব্যক্তি ভয়ে মামলা করতে না চাইলেও পুলিশের স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাদী হওয়ার বিধান এবং অপরাধী ও গডফাদারদের শনাক্তে বডিক্যামেরা ব্যবহারের পরিকল্পনা অপরাধ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে ভুলে গেলে চলবে না, আমাদের দেশের বাস্তবতায় শুধু কঠোর আইন করে এর পূর্ণ ফল পাওয়া কঠিন যদি না রাজনৈতিক দলগুলো এসব ব্যাপারে কঠোর না হয়।

আমাদের দেশে চাঁদাবাজি ও ছিনতাইয়ের মতো অপরাধগুলো সমাজ থেকে না করার পেছনে রাজনৈতিক ছত্রছায়া বা দলীয় নমনীয় নীতি একটি অন্যতম প্রধান বাধা। এটি হরহামেশা দেখা যায়, মাঠপর্যায়ে যতই কঠোর আইন থাকুক না কেন, অপরাধীরা যদি কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের ছায়া বা প্রভাবে থাকে, তবে প্রশাসন অনেক ক্ষেত্রেই স্বাধীনভাবে ব্যবস্থা নিতে বা আইনি প্রক্রিয়া পুরোপুরি বাস্তবায়ন করতে বাধাগ্রস্ত হয়। মাঠের চাঁদাবাজরা গ্রেপ্তার হলেও তাদের মূল নিয়ন্ত্রক বা ‘গডফাদারায়’ পর্দার অঙ্গুরালে নিরাপদ থেকে যায়। সুতরাং, শুধু আইনি সংস্কার বা পুলিশের প্রযুক্তিগত ক্ষমতা বাড়ালেই এ ব্যাধির পুরোপুরি উপশম সম্ভব নয়। এর জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা ও কঠোর অবস্থান। সব রাজনৈতিক দলকেই নিজ নিজ অবস্থান থেকে স্পষ্টভাবে ঘোষণা দিতে হবে, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, ছিনতাই কিংবা মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত কোনো অপরাধীর দলের ভেতর কোনো স্থান নেই। দলীয় পদধারী বা প্রভাবশালী ব্যক্তি যাই হোক না কেন, অপরাধে জড়ালে তার বিরুদ্ধে সাংগঠনিকভাবে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যখন রাজনৈতিক দলগুলো অপরাধীদের আড়াল করার সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে এসে প্রশাসনকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে, শুধু তখনই আইন তার পূর্ণ শক্তি নিয়ে অপরাধীদের দমন করতে পারবে। আমরা মনে করি, সবধরনের অপরাধ দমনের ক্ষেত্রে আইনের কঠোর প্রয়োগের পাশাপাশি রাজনৈতিক দলগুলোর দৃঢ় সাংগঠনিক অবস্থান আবশ্যক। তাই আমাদের প্রত্যাশা, সরকার ও প্রশাসন যে পদক্ষেপগুলো হাতে নিয়েছে, তার যথাযথ বাস্তবায়নে সবাই আন্তরিক হবেন।

সক্ষমতা বাড়তে হবে

এআইয়ের ঝুঁকিতে পোশাক খাতের কর্মীরা এখন কৃত্রিম রুদ্ধিমত্তার (এআই) যুগ। দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড থেকে শুরু করে অনেক অফিস-আদালত অত্যাধুনিক এই প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীল। শিল্প-কারখানায়ও লেগেছে এআইয়ের ছোয়া। বলা হচ্ছে, এআইয়ের কারণে বিশ্বব্যাপী শ্রমবাজারে বড় ধরনের ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। অনেক শ্রমিক কাজ হারাতে পারেন। বাংলায় এরও বাইরে নয়। গবেষণার বরাত দিয়ে গতকাল কালের কণ্ঠে প্রকাশিত খবরে বলা হয়, আধুনিক প্রযুক্তির কারণে শুধু পোশাক খাতেই লাখে কর্মী কাজ হারাতে পারেন। এটা ঠিক, এআই অনেক কাজই সহজ করে দিয়েছে। যে কাজ মানুষের করতে দীর্ঘ সময় লাগত, এখন তা নিমেষেই হয়ে যাচ্ছে। কাজেই সামনের দিনের বাস্তবতা, কলকারখানায় স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের ব্যবহার বাড়লে কর্মসংখ্যক শ্রমিকের প্রয়োজন হবে।

তবে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রযুক্তিবান্ধব নতুন কর্মসংস্থানও তৈরি হবে। সেই সম্ভাবনাকেও অস্বীকার করা অসঙ্গত নয়। কিন্তু সে ক্ষেত্রে শ্রমিকদের নতুন সক্ষমতা অর্জন করতে হবে। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) এক গবেষণায় সতর্ক করা হয়েছে, অটোমেশনের কারণে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতে সর্বোচ্চ ১২ লাখ ২০ হাজার কর্মী ঝুঁকিতে পড়তে পারেন। নারী পোশাক কর্মীদের ক্ষেত্রে এই ঝুঁকি আরো বেশি। এ ক্ষেত্রে প্রায় ৬০ শতাংশের বেশি নারীকর্মী চাকরি হারানোর ঝুঁকিতে রয়েছেন। অন্যদিকে বিশ্ব শ্রমবাজারে এই পরিবর্তনের চিত্র উঠে এসেছে ব্যান্ধকে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) বার্ষিক সভার একটি গবেষণা উপস্থাপনারও। গত সোমবার ‘এআইয়ের যুগে এশিয়ার শ্রমবাজার : চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা’ শীর্ষক উপস্থাপনাটি করেন আইএমএফের এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় বিভাগের অর্থনীতিবিদ দিব্যা কীর্তি। গবেষণায় বাংলাদেশের শ্রমবাজারের ভবিষ্যৎ নিয়ে বিভিন্ন সম্ভাব্য পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এতে দক্ষতার ঘাটতি, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা এবং শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষার দুর্বলতা বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। নারী শ্রমিকদের ঝুঁকি বেশি হওয়ার একটি কারণ হলো, তাঁদের অনেককে উৎপাদনের এমন কাজে নিয়োজিত, যেখানে পুনরাবৃত্তিমূলক কাজের স্বয়ংক্রিয়করণের সুযোগ রয়েছে। এ ছাড়া উন্নত প্রযুক্তি পরিচালনা, উৎপাদন পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার কাজে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও পদোন্নতির সুযোগ সবার সমান নয়। বিশ্বব্যাপী বাস্তবতা হলো, এআই ও অটোমেশনকে পুরোপুরি ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব নয়।

সেদিনও স্কুলের ঘণ্টা বেজেছিল। সপ্তম শ্রেণির মেয়েরা প্রতিদিনের মতো ক্লাসে ঢুকেছিল। কেউ খাতা খুলছিল, কেউ আগের দিনের অঙ্ক মিলিয়ে নিচ্ছিল, কেউ বন্ধুর সঙ্গে ফিসফিস করে কথা বলছিল। শুধু সবিতার (ছদ্মনাম) বেষ্টোটা খালি ছিল। অঙ্কের স্যার প্রথম দিন খুব একটা গুরুত্ব দেননি। তেবেছিলাম, হয়তো অসুস্থ। পরদিনও যখন সবিতা এলো না, তিনি জানতে চাইলেন, ‘সবিতা কোথায়?’ সহপাঠীদের মাঝ থেকে উত্তর এলো, বাড়িতে মেহমান এসেছে। কয়েক দিন পর আবার জিজ্ঞেস করলে কেউ একজন বলল, ‘ওর বিয়ে হয়ে গেছে।’ যে মেয়েটি ক্লাসে কঠিন অঙ্ক নিয়ে প্রশ্ন করলেই উত্তর দেওয়ার জন্য সবার আগে যার হাত উঠতো, তার হাতে তখন মেহেদি।

যে খাতায় সে ‘ী’-এর মান নির্ণয় করত সেই খাতার জায়গায় এসেছে সংসারের হিসাব। আর যে স্কুলের ঘণ্টা প্রতিদিন তাকে ক্লাসে ডাকত, সেই ঘণ্টা সেদিনও বেজেছিল তবে সেটি শুধু সবিতার জন্য নয়।

সবিতা কাল্পনিক নাম হলেও গল্পটি কিন্তু কাল্পনিক নয়। বাংলাদেশের কোনো একটি গ্রাম, চরাঞ্চল বা সুন্দরবনসংলগ্ন কোনো জনপদে কিংবা শহরের প্রান্তিক কোনো বসতিতে হয়তো এই মুহূর্তেও এমন একটি মেয়ে আছে, যে জানে না তার আগামী সপ্তাহের ক্লাসটি সে করতে পারবে কি না। হয়তো তার বাবা-মা তাকে ভালোবাসেন, তার জন্য ভালো কিছুই চান, তার নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তা করেন। তবু সেই পারিপার্শ্বিকতার নিরিখে এই ভালো চাওয়ার ভেতরেই এমন একটি সিদ্ধান্ত তৈরি হচ্ছে, যা মেয়েটির নিজের ভবিষ্যৎ বেছে নেওয়ার সুযোগটুকুও কেড়ে নিতে পারে।

বাবা ভাবছেন, ভালো পাত্র হাতছাড়া হলে আর পাওয়া যাবে না। মা ভাবছেন, মেয়েটা অন্তত নিরাপদে থাকবে। আত্মীয়রা বলছেন, সময় থাকতে মেয়েটাকে পার করে দাও, আবার সমাজ বলছে, এটাই তো নিয়ম। কিন্তু এতসব দাবি, মান্যতা আর ভয়ের মাঝে মেয়েটি নিজে আসলে কী চায় সেই বিষয়টিই কোথাও যেন হারানোর ভয় থেকে কিংবা ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা থেকে। কিন্তু কারণ যাই হোক, এই ভয় একটি মেয়ের জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি গ্রহণের অধিকার ছিনিয়ে নেয়। তার পড়াশোনা থেমে যেতে পারে, নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ সীমিত হতে পারে, অল্প বয়সেই মাতৃহত্মর ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। পাশাপাশি এমন একটি দাম্পত্য সম্পর্কে তাকে প্রবেশ করতে বাধ্য করে যার জন্য সে মানসিকভাবে প্রস্তুতই নয়।

সবিতার গল্পটি যদি শুধু একটি গল্প হতো, তাহলে হয়তো আমরা পড়ে কিছুক্ষণ কষ্ট পেতাম, তারপর ভুলে যেতাম। কিন্তু সমস্যা হলো, সবিতার মতো মেয়েদের গল্প আমাদের চারপাশে এতটাই দৃশ্যমান যে সেগুলো আর বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে পার পেয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই কারণ এটি একটি জাতীয় বাস্তবতা।

বিবিএস ও ইউনিসেফের ২০২৫ সালের জরিপ অনুযায়ী, ২০ থেকে ২৪ বছর বয়সী নারীদের ৪৭ দশমিক ২ শতাংশের প্রথম বিয়ে হয়েছে ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার আগে। অর্থাৎ সবিতার শ্রেণিকক্ষে যদি ছাত্রীদের গুনে দেখা হয় তাহলে স্কুলের দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়া ছাত্রীরা হয়তো ক্লাসের পেনসনের সারির কয়েকটি বৈধ হয়ে সামনে এসে দাঁড়াবে। ক্লাসের বাকি সহপাঠীরা হয়তো বুঝতেও পারে না, কেন তাহলে বান্ধবীরা আর ক্লাসে আসে না। ২০১৯ সালে এই হার ছিল ৫১ দশমিক ৪ শতাংশ। অর্থাৎ অগ্রগতি হয়েছে কিন্তু সেটাতো তৃষ্ণির ঢেকুর তোলার মতো সুযোগ নেই। কারণ সেই ২০২৫ সালের ক্যালিপুল ইন্ডেক্সের র‍্যাঙ্কসার সার্ভে (গওঈধা) তে ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সী মেয়েদের ৩৮ দশমিক ৯ শতাংশকে বর্তমানে বিবাহিত পাওয়া গেছে।

অর্থাৎ বাল্যবিবাহের দীর্ঘমেয়াদি প্রণয়নটা কিছুটা উন্নতি হলেও কিশোরীদের বর্তমান বৈবাহিক অবস্থার চিত্র এখনো গভীর উদ্বেগের। এই বয়সী নারীদের প্রায় প্রতি দুজনের একজন ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই বিয়ের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছে। একই জরিপে দেখা যায়, ১৩ দশমিক ৪ শতাংশ নারীর প্রথম বিয়ে হয়েছে ১৫ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই।

১৫ বছর বয়সটি একটু ভেবে দেখা দরকার। এই বয়সে একটি মেয়ের হাতে থাকার কথা স্কুলের বই, পরীক্ষার খাতা, বন্ধুর সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া স্বপ্ন। এই বয়সে সে হয়তো ভাবছে বড় হয়ে শিক্ষক হবে, ডাক্তার হবে, নার্স হবে, উদ্যোক্তা হবে কিংবা এমন কোনো পেশায় যাবে যার নামও এখনো সে ঠিক করে উঠতে পারেনি।

কিন্তু একই বয়সে কোনো কোনো মেয়ের হাতে উঠে আসে সংসারের দায়িত্ব। তার জীবন তখন আর স্বপ্ন নিয়ে আগায় না বরং কীভাবে সংসার সামলাবে সেই বোঝা মাথায় নিয়েই সময়ের গতিতে আগাতে থাকে। একটি পরিসংখ্যানের ভেতরে তাই শুধু একটি সংখ্যা থাকে না, থাকে স্বপ্নভঙ্গের বেদনা, খালি স্কুলবেধ, অসামঞ্জ খাতা এবং উত্তর না পাওয়া



অসংখ্য প্রশ্ন। জাতীয় গড় তাই আমাদের পুরো গল্প বলে না। বাংলাদেশের মানচিত্র খুললে দেখা যায়, বাল্যবিবাহের বাস্তবতা অঞ্চলভেদে অনেকটাই ভিন্ন। এই পার্থক্য বোঝার জন্য সাতক্ষীয়ার জেলে সম্প্রদায়ের বিভিন্ন প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, সুন্দরবনসংলগ্ন জনপদ, চরাঞ্চল কিংবা বেদে ও হরিজন সম্প্রদায়ের মতো সামাজিকভাবে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বাস্তবতার দিকে তাকানো জরুরি। এখানে কোনো একটি সম্প্রদায়ের সব পরিবারকে একইভাবে দেখার সুযোগ নেই; বরং স্থানীয় বাস্তবতা, জীবিকার ধরন, সামাজিক সম্পর্ক, পারিবারিক অভিজ্ঞতা এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তাকে আলাদাভাবে বোঝা দরকার। কারণ জাতীয় পরিসংখ্যান আমাদের বলতে পারে কত শতাংশ মেয়ের বিয়ে হয়েছে, কিন্তু সবসময় বলতে পারে না কেন একটি নির্দিষ্ট পরিবার সেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

অনেক পরিবারের কাছে বাল্যবিবাহের আরেকটি বড় যুক্তি হলো নিরাপত্তা। মেয়েটি বড় হচ্ছে, একা স্কুলে যাতায়াত করছে, বাইরে যাচ্ছে, কারও সঙ্গে কথা বলছে এসব নিয়েই তৈরি হতে পারে নানা ভয়। কোথাও রাস্তার নিরাপত্তাহীনতা, হয়ানির আশঙ্কা, বদন সহিংসতার ভয়, আবার কোথাও সামাজিক বদনামের আতঙ্ক।

বিশেষ করে প্রান্তিক বা ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন জনপদে যেখানে স্কুল অনেক দূরে, যাতায়াত ব্যবস্থা দুর্বল, নদীভাঙাপ্রবণ চর কিংবা দুর্যোগিকবলিত এলাকায় পরিবার দীর্ঘ সময় মেয়ের পাশে থাকতে পারে না। বন্যা, নদীভাঙন, ঘূর্ণিঝড়, বাস্তচ্যুতি, দারিদ্র্য ও শিক্ষার ব্যাঘাত বাল্যবিবাহের একমাত্র কারণ না হলেও এগুলো যখন একসঙ্গে কাজ করে, তখন একটি পরিবারের সামনে বিকল্পের পরিসর হেট হয়ে যেতে থাকে।

তখন অনেক অভিভাবকের কাছে দ্রুত বিয়ে দেওয়াই মেয়েকে নিরাপদ রাখার একটি বাস্তবসম্মত উপায় বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এখানেই আমাদের ধামত্বের ভয় থাকে। একটি মেয়েকে নিরাপদ রাখার সমাধান যদি তার শৈশব, শিক্ষা ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়, তাহলে আমরা আসলে নিরাপত্তা সমস্যার স্ক্রামাল করছি না বরং একটি ঝুঁকির জায়গা থেকে তাকে অন্য একটি ঝুঁকির জায়গায় সরিয়ে দিচ্ছি। এই বাস্তবতা আমাদের মনে করিয়ে দেয়, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মেয়েদের জন্য মানসম্মত এবং বিকল্প শিক্ষা ব্যবস্থা, নিরাপদ স্কলপথ, মেয়েদের জন্য পানীয় স্যানিটেশন, কিশোরীবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা, নিরাপদ জীবিকা, সামাজিক সুরক্ষা এবং নিশ্চয়ের

পছন্দ অনুযায়ী ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার সুযোগ আরও বেশি প্রয়োজন। যাতে কোনো বাবা-মা মেয়ের নিরাপত্তা আর বিয়ের মধ্যে একটিকে বেছে না নেয়।

একজন কিশোরী যখন নিজের পরিচয়, পছন্দ-অপছন্দ এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বুঝে ওঠার পর্যায়ে থাকে, তখন অনেক বেশি বয়সী একজন মানুষের সঙ্গে তাকে দাম্পত্য সম্পর্কে যুক্ত করা হলে দুজনের জীবন-অভিজ্ঞতা, প্রত্যাশা, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা এবং সম্পর্কের মধ্যে কর্তৃত্বের ভারসাম্যে বড় পার্থক্য তৈরি হতে পারে। বয়সের ব্যবধানকে তাই শুধু জনস্বন্দনের দৃটি সংখ্যার পার্থক্য হিসেবে দেখা যায় না।

অবশ্যই প্রতিটি বয়সের ব্যবধান একই ফল তৈরি

করে না। কিন্তু মেয়েটি যদি অপ্রাণবয়স্ক হয়, বিয়েতে তার স্বাধীন সম্মতি না থাকে কিংবা নিজের মত প্রকাশের সুযোগ সীমিত থাকে, তাহলে এই অসমতা আরও গুরুতর ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। তখন বিয়ের সিদ্ধান্তটি শুধু তার বয়সের আগেই নেওয়া হয় না বরং তার হয়ে জীবনের একটি বড় সিদ্ধান্তও অন্যরা নিয়ে নেয় যেখানে ভালোলাগা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা মূল্যহীন। শারীরিক দিক থেকেও বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। কৈশোরে শরীর ও প্রজননস্বাস্থ্যের বিকাশ চলতে থাকে। এই সময়ে গর্ভধারণ ও সন্তান জন্মদানের ঝুঁকি, প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবায় সীমিত প্রবেশাধিকার এবং নিজের শরীর সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সীমিত ক্ষমতা একটি মেয়েকে বাড়তি ঝুঁকির মুখে ফেলতে পারে। এর সঙ্গে যুক্ত হতে পারে মানসিক চাপ, নতুন পরিবেশে মানিয়ে নেওয়ার বাধ্যবাধকতা, পড়াশোনা ও সহপাঠী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া এবং নিজের পরিবার ও পরিচিত সামাজিক পরিসর থেকে দূরে সরে যাওয়ার অভিজ্ঞতা। অর্থাৎ বিয়ের দিনটি শেষ হওয়ার পর সমস্যাটি শেষ হয় না বরং অনেক সময় সেদিন থেকেই শুরু হয় আরেকটি দীর্ঘ অধ্যায়।

এখানেই ‘উপযুক্ত পাত্র’ ধারণাটির সঙ্গে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জুড়ে যায়, মেয়েটির জন্য উপযুক্ত ভবিষ্যৎ আদৌও তৈরি হচ্ছে কিনা। মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (গওঈধা) এবং সহযোগী সংস্থাসমূহের ২০২৩ সালের ২৭ জেলার জরিপে অভিভাবকদের কাছে বাল্যবিবাহের অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে ‘উপযুক্ত পাত্র পাওয়া’ বিষয়টি উঠে এসেছে। এর পাশাপাশি ছিল দরিদ্রতা, কম বয়সে বিয়ে দিলে কম যৌতুক লাগা, সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা এবং মেয়ের পড়াশোনায় দুর্বলতার মতো বিষয়। এই তথ্যটি আমাদের বোঝায়, শুধু পরিবারকে বলা যেকুই নয় যে ‘মেয়ের বিয়ে দেবেন না।’ পরিবারকে একই সঙ্গে এমন একটি বিকল্প ভবিষ্যৎ দেখাতে হবে, যেখানে বিয়ে ছাড়া মেয়েটির জীবন থেমে যাবে না।

এই জায়গায় স্কুলের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। একটি মেয়েকে স্কুলে রাখা মানে শুধু তাকে বই পড়ানো নয়। এর অর্থ তাকে আরও কিছু সময় দেওয়া নিজেকে জ্ঞানার, নিজের পছন্দ তৈরি করার, ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবার এবং নিজের অধিকার জানান দেওয়ার। শিক্ষার বছর বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাল্যবিবাহের ঝুঁকিও কমে। তাই একটি মেয়েকে আরও এক বছর স্কুলে রাখা কখনো কখনো শুধু একটি বিয়ে এক বছর পিছিয়ে দেওয়া নয় এটি একটি জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার সুযোগ। আর এখানেই আবার সবিতার গল্পে ফিরে আসতে হয়।

ধরা যাক, সেদিন অঙ্কের স্যার তার খালি বেষ্টটি দেখে ফোন করলেন। তারপর সবিতার বাড়িতে গেলেন। তিনি বাবাকে বললেন, ‘আপনার মেয়েটা অঙ্কে খুব ভালো।’ একটু থেমে আবার বললেন, ও শিক্ষক হতে চায় শুধু আপনার সমর্থন হলেই নিশ্চিত এই স্বপ্ন পূরণ হবে। হয়তো সেই কথাটি বাবার মনে কোথাও গিয়ে লাগল। হয়তো বিয়েটা এক মাস পিছিয়ে গেল। তারপর ছয় মাস। তারপর এক বছর।

সবিতা নবম শ্রেণিতে উঠল, দশম শ্রেণিতে গেল, এসএসসি পরীক্ষা দিলো। তারপর একদিন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরিয়ে চাকরি পেলো এবং পরিবারের পাশে দাঁড়ালো। একদিন এই সবিতাই নিজের মেয়েকে বলবে, ‘তুই আগে পড়।’ এভাবেই প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে অধিকার নিশ্চিতের আওরাজ এগোতে থাকে।

এই কারণেই কন্যাশিশুর জন্য বিনিয়োগের কথা বলতে হলে শুধু বাজেটের কথা বললে চলবে না। পাশাপাশি আরও কিছু বিনিয়োগ প্রয়োজন আছে যার কোনো আলাদা বাজেট কোড নেই। একজন বাবা যখন মেয়ের স্বপ্নগুলো মনোযোগ দিয়ে শোনেন, একজন শিক্ষক যখন অনুপস্থিত ছাত্রীর বাড়িতে খোঁজ নিতে যান তখন স্বভাবতই মেয়েটি স্কুলের প্রতি দায়বদ্ধতা বোধ করে। এছাড়া একজন জনপ্রতিনিধি যখন বাল্যবিবাহের খবর পেয়ে নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব নেন, একজন প্রতিবেশী যখন চুপ না থেকে এগিয়ে আসেন, কিংবা একজন মা যখন বলেন, ‘আমার মেয়েটা আগে নিজের পায়ে দাঁড়াক’ এসবও কন্যাশিশুর ভবিষ্যতের জন্য বিনিয়োগ।

আইন অবশ্যই প্রয়োজন তবে সেটি বাস্তবায়নে জনপ্রতিনিধিদের সুস্পৃক্ততা আবশ্যক। ধরা যাক, ইউনিয়ন পরিষদের এক সদস্য, মুদি দোকানে বসে বাল্যবিবাহের খবর পেলেন। তিনি তৎপরতা নিয়ে বাড়িতে গিয়ে বর-কনে দুইপক্ষের সাথে বসে আলোচনার মাধ্যমে একটা সমাধান পৌঁছালেন যে এই বিয়ে ঠিক ৩ বছর পর একই তারিখে আয়োজন করা হবে।

এর মাধ্যমেই বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ অনুযায়ী মেয়েদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স ১৮ এর বাস্তবিক প্রয়োগ প্রথমবারের মতো একটি মেয়ের জীবনে ঢুকল। হয়তো সেই মুহূর্তে সবিতা নিজের স্বপ্নের সিঁড়িগুলো দেখতে পাবে। কারণ সেই দিনটিই তার সামনে গল্পের পরের অধ্যায়টি খুলে দিয়েছিল। কিন্তু আমরা কয়জন সবিতাকে চিনি? হয়তো সে আমাদের পাশের বাড়ির মেয়ে। হয়তো তিনিই ধরে স্কুলে যাচ্ছে না। হয়তো তার বাবা বলছেন, ‘ভালো পাত্র পাওয়া গেছে।’ হয়তো তার মা বলছেন, ‘মেয়েটা নিরাপদে থাকবে।’ হয়তো মেয়েটি চুপ করে আছে। আর আমরা সেই নীরবতাকে সম্মতি বলে ধরে নিচ্ছি। কখনো কখনো বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি বড় কোনো কর্মসূচি নয়; শুধু একজন শিক্ষক, প্রতিবেশী বা আত্মীয়ের প্রশ্ন ‘মেয়েটি স্কুলে আসছে না কেন?’ একটি খালি বেষ্টও কখনো কখনো আসন্ন বিয়ের সবচেয়ে বড় সংকেত হতে পারে।

কন্যাশিশু দিবসে আমরা র‍্যাগালি করব, বক্তৃতা দেবো, ব্যানারের সামনে ছবি তুলব, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখব। এসবও দরকার কিন্তু একটি দিবসের আসল পরীক্ষা হলো, দিবসটি শেষ হওয়ার পরদিন। যখন আমরা স্কুলের ঘণ্টা বাজবে, তখন সবিতার বেষ্টটি খালি থাকবে কি না সেই প্রশ্নের উত্তর কোনো দিবস, কোনো স্লোগান কিংবা কোনো ব্যানার দিতে পারবে না। সেই উত্তর দিতে হবে পরিবারকে, শিক্ষককে, প্রতিবেশীকে, জনপ্রতিনিধিকে, সমাজকে এবং শেষ পর্যন্ত আমাদের প্রত্যেককে।

কারণ একজন মেয়ের বিয়ে বন্ধ করা শুধু একটি বিয়ে বন্ধ করা নয়। এটি একটি সম্ভাবনাকে বাঁচিয়ে রাখা। একটি কষ্টকে বাঁচিয়ে রাখা। একটি ভবিষ্যৎকে বাঁচিয়ে রাখা। কোনো মেয়ের জন্য উপযুক্ত পাত্র খুঁজে পাওয়া কঠিন হতে পারে, কিন্তু সেই কঠিন বাস্তবতা তার শৈশব কেড়ে নেওয়ার কারণ হতে পারে না। বরং যত বেশি অনিশ্চয়তা, তত বেশি প্রয়োজন শিক্ষা; যত বেশি সামাজিক প্রান্তিকতা, তত বেশি প্রয়োজন নিরাপত্তা; যত বেশি ভবিষ্যতের ভয়, তত বেশি প্রয়োজন বিকল্প পথ।

মিঠুন বৈদ্য : গবেষক ও উন্নয়নকর্মী
baidzamethun@gmail.com

গণ অভ্যুত্থানের মুখে ভারত ও পাকিস্তান

সুমন পালিত

এক, অন্যের ব্যাপারে নাক গলানো বিপজ্জনক। এটি যেমন ব্যক্তিজীবনের জন্য সতি্য। তেমনি সতি্য রাষ্ট্রের জন্যও। সৌদি আরবের সঙ্গে প্রতিবেশী ইয়েমেনের হুতি বিন্দ্রোহীদের সংঘাত চলছে বহু বছর ধরে। ইয়েমেনের ব্যাপারে মাথা ঘামাতে গিয়ে সৌদি শাসকরা লেজেগোবরে অবস্থায় পড়েছেন। ইয়েমেনে হুতি বিন্দ্রোহী যাদের বলা হয়, তারা নিজদের বলে আনসার আল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর দল।

হুতি শব্দটা ইয়েমেনের ‘আনসার আল্লাহ’ নামের ধর্মীয় রাজনৈতিক দল সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়। আনসার আল্লাহর প্রতিষ্ঠাতা হুসাইন বদর আল দিন আল হুতি। হুতি তাঁর বংশীয় উপাধি। আনসার আল্লাহ দলে শুধু হুতি গোত্রের লোক নয়, বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোকজনও জড়িত। ইয়েমেনের জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি জায়েদি শিয়া। যারা হজরত ইমাম হোসেনের নাতি হজরত জায়েদির (র.) অনুসারী। শিয়াদের চেয়ে সুন্নিদের সঙ্গে যাদের মিল বেশি। সুন্নি হানাফি মাজহাবের প্রতিষ্ঠাতা হজরত আবু হানিফা ছিলেন হজরত হোসেনের নাতি জায়েদির শাগরো। ইয়েমেনে প্রভাববিস্তারের লড়াইয়ে লিগ্ত সৌদি আরব ও আরব আমিরাত হুতি শব্দটি ব্যবহার করে আনসার আল্লাহ দলের গণভিত্তিকে খাটো করে দেখাতে। তারা বোঝাতে চায়, হুতি নামের একটি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী ইয়েমেনে জোর করে নিজদের আধিপত্য বিস্তার করতে চায়। সেই আধিপত্যের বিরুদ্ধে সৌদি আরব যুদ্ধ করছে।

বাস্তবে আনসার আল্লাহ দলের পেছনে জায়েদি শিয়াদের সমর্থন যেমন রয়েছে, তেমন রয়েছে সুন্নিদের সমর্থনও। ২০১১ সালে আরব দেশগুলোতে ব্যাপক বিক্ষোভ দানা বেঁধে ওঠে। যার পেছনে আমেরিকার মদত ছিল বলে মনে করা হয়। হঠাৎ করে দানা বেঁধে ওঠা গণ আন্দোলনগুলো আরববসন্ত নামে পরিচিত। সে সময়ে ইয়েমেনের প্রেসিডেন্ট ছিলেন আলী আবদুল্লাহ সালেহ। তিনিও ছিলেন জায়েদি শিয়া সম্প্রদায়ের লোক। সৌদি আরবের অনগুত বলেও পরিচিত ছিলেন তিনি। ২০১২ সাল পর্যন্ত একটানা ২২ বছর ইয়েমেনের একচ্ছত্র শাসক হিসেবে অধিষ্ঠিত ছিলেন আলী আবদুল্লাহ সালেহ। ইয়েমেনের প্রেসিডেন্টের প্রতি সৌদি আরব এবং তাঁর মুরুফি আমেরিকার সমর্থন থাকলেও আরববসন্তের হাওয়া ইয়েমেনেও প্রবাহিত হয়। সৌদি আরব ও আমেরিকার কউর সমালোচক আনসার আল্লাহ গণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট আলী আবদুল্লাহ সালেহকে ক্ষমতাচ্যুত করে। তিনি সৌদি আরবে আশ্রয় নেন। ২০১৭ সালে নিহত হন হুতি হামলায়। ইয়েমেনের হুতিতের সঙ্গে সৌদি শাসকদের বিরোধে বাংলাদেশ কোনো পক্ষ নয়। তারপরও ১০ অক্টোবর ২৭ জন বাংলাদেশি এ সংঘাতে হতাহতের শিকার হয়েছেন। সৌদির রাজধানী রিয়াদের বাদশাহ খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হুতি হামলায় নিহত ১৩ জনের মধ্যে ২ এবং আহত ৩০৮ জনের মধ্যে ২৫ বাংলাদেশিও রয়েছে। আহতদের ৪ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। হতাহতদের অর্ধেকই ওমরাহ পালনের জন্য সৌদি আরব

গিয়েছিলেন। বাকি অর্ধেক সে দেশে কর্মরত বাংলাদেশি শ্রমিক। সৌদি বিমানবন্দরে হুতি হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে বাংলাদেশ। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বেসামরিক স্থাপনা লক্ষ্য করে চালানো হোকোনা হামলা অগ্রহণযোগ্য। এ ঘটনায় সৌদি আরবের সঙ্গে সংহতি প্রকাশের পাশাপাশি সলপা ও কুটনীতির মাধ্যমে সংকটের সমাধান বের করার আহ্বানও জানিয়েছে বাংলাদেশ। বাংলা ভাষার একটি প্রচলিত প্রবাদ-‘অভাগা যেদিকে তাকায় সাগর জমিদিকে শুকায়।’ ইয়েমেনের গৃহযুদ্ধে সৌদি আরবের অস্ত্রাও তেমনি। দেড় যুগে সৌদিমার্মিহিত সরকার বিন্দ্রোহীদের কাছে কোণঠাসা হচ্ছে। ইয়েমেনের রাজধানী সানাসহ গুরুত্বপূর্ণ বেশির ভাগ জনপদ বিন্দ্রোহীদের দখলে। সরকারি বাহিনীকে সৌদি আরব অস্ত্র ও জনবল দিয়ে সাহায্য করে নিজেদেরই দখল ডেকে আনছে। এখন নিজেদের রক্ষায় পাকিস্তান ও তুরস্কের সঙ্গে সামরিক জোটে আবদ্ধ হয়েছে সৌদি সরকার। মক্কা প্যাগ্ট নামে পরিচিত সেই সামরিক জোট হুতিদের মোকাবিলায় ইতোমধ্যে মাঠে নেমেছে। হুতিদের সঙ্গে বিরোধ শুধু সৌদি আরব নয়, বাংলাদেশকেও ক্ষতিগ্রস্ত করছে। রিয়াদের পর দাম্মাম বিমানবন্দরেও হামলা চালিয়েছে হুতিরা। সোমবার পর্যন্ত ৫১টি ফ্লাইট বাতিল হওয়ায় ৫ হাজারেরও বেশি রেমিট্যান্স যোদ্ধা দেশে আটকা পড়েছেন। আমেরদের মতে, সংঘাত এড়াতে হুতি ও সৌদি আরব দুই পক্ষইে সংশ্লেশে পরিচয় দিতে হবে।

আলো-আলোচনার মাধ্যমে ঝুঁকতে হবে শান্তির পথ। মুসলিম বিশ্বে সৌদি আরবের মর্যাদা মক্কা ও মদিনার দুই পবিত্র মসজিদের খেমনতগার হিসেবে। সে মর্যাদার কথা মনে রেখে প্রতিবেশীর সঙ্গে সংঘাত এড়ানোর পথ ঝুঁকতে হবে। গণ অভ্যুত্থানের মুখে ভারত ও পাকিস্তানদুইে ভারত ও পাকিস্তান দুই দেশই জ্বলছে সরকারবিরোধী বিক্ষোভের আগুনে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিন্দ্রান্দিত ক্রিকেটার ইমরান খানের মুক্তি দাবিতে উত্তাল হয়ে উঠেছে পাকিস্তান। পাঠান-অধ্যুষিত পাখতুনখাওয়া প্রদেশ থেকে রাজধানী ইসলামাবাদমুখী লম্বাচি থামাতে সে দেশের কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকার ভেঙে দিয়েছে। জঙ্গির অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে আফগানিস্তান সীমান্তবর্তী ওই প্রদেশে। বিক্ষোভ দমনকে করাচিতে ২৪৪ ধারা জরিপ করা হয়েছে। চলছে ব্যাপক ধরপাকড়। বেলুচিস্তানে গৃহযুদ্ধ চলছে বহুলাক ধরে। বিন্দ্রোহীদের পেছনে ভারতের ইন্ধন আছে—এমন অভিযোগ পাকিস্তানের। আর বালুচ বিন্দ্রোহীদের অভিযোগ, চীন পাকিস্তানি দখলদারদের মদত জোগাচ্ছে। কৌশলগত কারণে আমেরিকা পাকিস্তানে দ্বিতিশীলতা বজায় রাখার পক্ষে। ফলে সে দেশের সরকারবিরোধী আন্দোলন কতটা সফল হবে, তা এক বড় মাপের প্রশ্ন। আন্দোলনকারীদের দাবি, সরকারের পদত্যাগ নয় বরং কারাবন্দি সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের মুক্তি। সে দেশের জননন্দিত এক নেতাকে কারাগারে ভরে তাঁর পক্ষে জনসমর্থন বাড়ানোর যে ভুল পথ পাকিস্তানি শাসকরা বেছে নিয়েছেন, তা তাঁদের নিজেদের জন্য কল্যাণ যে

ডেকে আনবে না, তা স্পষ্ট।

প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগ দাবিতে উত্তাল হয়ে উঠেছে ভারতের রাজধানী দিল্লি। বিরোধী দলের বিক্ষোভ দমনে ৩৫ হাজারের বেশি পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনী নিয়োগ করেও তাদের সামাল দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এখন ‘শ্যাম রাখি না কুল রাখি’ অবস্থা। দিল্লিসহ ভারতের বেশ কিছু নগরী উত্তাল হয়েছে উঠলেও এ আন্দোলনের সরকার পতনের সাধনানা নেই বললেই চলে। আন্দোলনকারীদের দাবিও তা নয়। তারা চান প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগ। সিইসি জ্ঞানেনে কুমারের প্রণীত ভোটার তালিকা প্রশ্নবিদ্ধ করেছে ভারতের নির্বাচন বোর্ড। বিক্ষোভকারীদের দাবি মেলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার পদত্যাগ করলে তাতে প্রকারান্তরে বিজেপি সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট হবে। তারা যে ভোটার তালিকা থেকে বিরোধী পক্ষের ভোট বাদ দিয়ে নির্বাচনে জিতেছে, তা প্রমাণিত হবে। আপাতত মোদি সরকার রক্ষা পেলেও নষ্ট হবে তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা, যা পরবর্তী নির্বাচনে বিজেপিবিরোধীদের ক্ষমতায় আসার পথ খুলে দেবে বললেও অত্যাুক্তি হবে না।

তিন, মানুষের মতো মানুষ বলা যায় যাদের, দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিচারক নাভানেথাম নাভি পিল্লাই তাঁদেরই একজন। ২০২৬ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন ৮৫ বছর বয়সি এ মহীয়সী নারী। পিল্লাইয়ের দাদাদাদি ছিলেন হতদ্রিদ্। ভারতের তামিলনাড়ু থেকে তারা দক্ষিণ আফ্রিকায় যান অখচাষি হিসেবে। পিল্লাইয়ের বাবা ছিলেন পেশায় বাসচলকার। যিনি সারা জীবন লড়াই করেছেন দারিদ্র্যের সঙ্গে। তারপরও কন্যা পিল্লাইকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতেন। তাঁকে পড়াশোনা শিখিয়েছেন মানুষের মতো মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য। নাভানেথাম নাভি পিল্লাইয়ের জন্য ১৯৪১ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর। মানবতাবিরোধী অপরাধ এবংতৎকালীন গণহত্যার বিচারে তিনি যে সাহস দেখিয়েছেন, তা সত্যিই অনন্য। বিশ্বজুড়ে নন্দিত ও বন্দিত এ নারী বিচারকের নোবেল জয় এ পুরস্কারের মর্যাদা বাড়িয়েছে। পিল্লাইয়ের নোবেল শান্তি পুরস্কার জয় বাংলাদেশের জন্যও এক সুখবর। কারণ পিল্লাই বর্তমানে রোহিঙ্গা গণহত্যার বিচারক পদে অধিষ্ঠিত। তাঁকে নোবেল শান্তি পুরস্কার দিয়েছে প্রকারান্তরে নরওয়ের নোবেল কমিটি নিজেদের বদনাম ঘোচানোর চেষ্টা করেছে। কারণ বহুলাক ধরে নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য বিবর্তিত লোকদের বেছে নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে ওই কমিটির বিরুদ্ধে। যুক্তাপ্রাধ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য নন্দিত, সমালোচিতদের ভাগ্যে জুটতে নোবেল শান্তি পুরস্কার। পিল্লাই শ্বেতাঙ্গ বর্ণবাদী শাসনামলে আইনজীবী হিসেবে দাঁড়িয়েছেন নিপীড়িতদের পক্ষে। দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদ অবসানের পর তিনি হাইকোর্টের বিচারক হিসেবে নিয়োগ পান। তিনি সে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের প্রথম নারী বিচারক।

গিয়েছিলেন। বাকি অর্ধেক সে দেশে কর্মরত বাংলাদেশি শ্রমিক। সৌদি বিমানবন্দরে হুতি হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে বাংলাদেশ। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বেসামরিক স্থানপা লক্ষ্য করে চালানো যে কোনো অগ্রহণযোগ্য। এ ঘটনায় সৌদি আরবের সঙ্গে সংহতি প্রকাশের পাশাপাশি সংলাপ ও কূটনীতির মাধ্যমে সংকটের সমাধান বের করার আহ্বানও জানিয়েছে বাংলাদেশ। বাংলা ভাষার একটি প্রচলিত প্রবাদ ‘অভাগা যেদিকে তাকায় সাগর সেদিকে শুকায়।’ ইয়েমেনের গৃহযুদ্ধে সৌদি আরবের অবস্থাও তেমনি। দেড় যুগে সৌদিসমর্থিত সরকার বিদ্রোহীদের কাছে কোণঠাসা হচ্ছে। ইয়েমেনের রাজধানী সানাসহ গুরুত্বপূর্ণ বেশির ভাগ জনপদ বিদ্রোহীদের দখলে। সরকারি বাহিনীকে সীতি আরব অস্ত্র ও জনবল দিয়ে সাহায্য করে নিজদেরই বিপদ ডেকে আনছে। এমন

নিজদের রক্ষায় পাকিস্তান ও তুরস্কের সঙ্গে সামরিক জোটে আবদ্ধ হয়েছে সৌদি সরকার। মক্কা প্যাণ্ডি নামে পরিচিত সেই সামরিক জোট হুতিদের মোকাবিলায় ইতোমধ্যে মাঠে নেমেছে। হুতিদের সঙ্গে বিরোধ শুধু সৌদি আরব নয়, বাংলাদেশেও ক্ষতিগ্রস্ত করছে। রিয়াদের পর দাম্মাম বিমানবন্দরেও হামলা চালিয়েছে হুতিরা। সোমবার পর্যন্ত ৫১টি ফ্লাইট বাতিল হওয়ায় ৫ হাজারেরও বেশি রেমিট্যান্স যোদ্ধা দেশে আটকা পড়েছেন। আমাদের মতে, সংঘাত এড়াতে হতি ও সৌদি আরব দুই পক্ষকেই সংযমের পরিচয় দিতে হবে। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ঝুঁজতে হবে শান্তির পথ। মুসলিম বিশ্বে সৌদি আরবের মর্যাদা মক্কা ও মদিনার দুই পবিত্র মসজিদের খেদমতগার হিসেবে। সে মর্যাদার কথা মনে রেখে

গতিবেশীর সঙ্গে সংঘাত এড়ানোর পথ খুঁজতে হবে। গণ অভ্যুত্থানের মুখে ভারত ও পাকিস্তান দুই দেশই জ্বলছে সরকারবিরোধী বিক্ষোভের আগুনে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিশ্বনন্দিত ক্রিকেটার ইমরান খানের মুক্তি দাবিতে উত্তাল হয়ে উঠেছে পাকিস্তান। পাবিন-অধ্যুষিত পাখতুনখাওয়া প্রদেশ থেকে রাজধানী ইসলামাবদমুখী লংমার্চ থামাতে সে দেশের কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকার ভেঙে দিয়েছে। জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে আফগানিস্তান সীমান্তবর্তী ওই প্রদেশে। বিক্ষোভ দমনে কাকচিাতে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। চলছে ব্যাপক ধরপাকড়। বেলুচিস্তানে গৃহযুদ্ধ চলছে বহুকাল ধরে। বিদ্রোহীদের পেছনে ভারতের ইস্কন আছে-এমন অভিযোগ পাকিস্তানের। আর বালুচ বিদ্রোহীদের অভিযোগ, চীন পাকিস্তানি দলদলদারদের মদত জোগাচ্ছে। কৌশলগত কারণে আমেরিকা পাকিস্তানে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার পক্ষে। ফলে সে দেশের সরকারবিরোধী আন্দোলন কতটা সফল হবে, তা এক বড় মাপের প্রশ্ন। আন্দোলনকারীদের দাবি, সরকারের পদত্যাগ নয় বরং কারাবন্দি সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের মুক্তি। সে দেশের জননন্দিত এক নেতাকে কারাগারে ভরে তাঁর পক্ষে জনসমর্থন বাড়ানোর যে ভুল পথ পাকিস্তানি শাসকরা বেছে নিয়েছেন, তা তাঁদের নিজদের জন্য কল্যাণ যে

ডেকে আনবে না, তা স্পষ্ট।

প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগ দাবিতে উত্তাল হয়ে উঠেছে ভারতের রাজধানী দিল্লি। বিরোধী দলের বিক্ষোভ দমনে ৩৫ হাজারের বেশি পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনী নিয়োগ করেও তাদের সামাল দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির এখন ‘শ্যাম রাখি না কুল রাখি’ অবস্থা। দিল্লিসহ ভারতের বেশ কিছু নগরী উত্তাল হয়ে উঠলেও এ আন্দোলনে সরকার পতনের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। আন্দোলনকারীদের দাবিও তা নয়। তারা চান প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগ। সিইসি জ্ঞানেশ কুমারের প্রণীত ভোটার তালিকা প্রশ্নবিন্ধ কমেছে ভারতের নির্বাচন ব্যবস্থাকে। বিক্ষোভকারীদের দাবি মেনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার পদত্যাগ করলে তাতে প্রকরান্তরে বিজেপি সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট হবে। তারা যে ভোটার তালিকা থেকে বিরোধী পক্ষের ভোট বাদ দিয়ে নির্বাচনে জিতেছে, তা প্রমাণিত হবে। আপাতত মোদি সরকার রক্ষা পেলেও নষ্ট হবে তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা, যা পরবর্তী নির্বাচনে বিজেপিবিরোধীদের ক্ষমতায় আসার পথ খুলে দেবে বললেও অতুক্তি হবে না। তিন, মানুষের মতো মানুষ বলা যায় যাদের, দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিচারক নাভানেথাম নাভি পিল্লাই তাঁদেরই একজন। ২০২৬ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন ৮৫ বছর বয়সি এ মহীয়সী নারী। পিল্লাইয়ের দাদাদাদি ছিলেন হতদরিদ্র। ভারতের তামিলনাড়ু থেকে তাঁরা দক্ষিণ আফ্রিকায় যান আখাঘি হিসেবে। পিল্লাইয়ের বাবা ছিলেন পেশায় বাসচালক। যিনি সারা জীবন লড়াই করেছেন দারিদ্র্যের সঙ্গে। তারপরও কন্যা পিল্লাইকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতেন। তাকে পড়াশোনা শিখিয়েছেন মানুষের মতো মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য। নাভানেথাম নাভি পিল্লাইয়ের জন্ম ১৯৪১ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর। মানবতাবিরোধী অপরাধ এবং গণহত্যার বিচারে তিনি যে সাহস দেখিয়েছেন, তা সত্যিই অনন্য। বিশ্বজুড়ে নন্দিত ও বন্দিত এ নারী বিচারকের নোবেল জয় এ পুরস্কারের মর্যাদা বাড়িয়েছে। পিল্লাইয়ের নোবেল শান্তি পুরস্কার জয় বাংলাদেশের জন্যও এক সুখবর। কারণ পিল্লাই বর্তমানে রোহিঙ্গা গণহত্যার বিচারকে পদে অধিষ্ঠিত। তাকে নোবেল শান্তি পুরস্কার দিয়ে প্রকরান্তরে নরওয়ের নোবেল কমিটি নিজদের বদনাম ঘোচানোর চেষ্টা করছে। কারণ বহুকাল ধরে নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য বিতর্কিত লোকদের বেছে নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে ওই কমিটির বিরুদ্ধে। যুদ্ধাপরাধ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য নির্দত্ত, সমালোচিতদের ভাষ্যেও জুড়েছে নোবেল শান্তি পুরস্কার। পিল্লাই শ্বেভাঙ্গ বর্ণবাদী শাসনামলে আইনজীবী হিসেবে হাড়িয়েছেন নিপীড়িতদের পক্ষে। দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদ অবসানের পর তিনি হাইকোর্টের বিচারক হিসেবে নিয়োগ পান। তিনি সে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের প্রথম নারী বিচারক।